CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 June 2022 ■ আগরতলা ১ জুন, ২০২২ ইং ■ ১৭ জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার কেন্দ্র সরকারের আট বছর পূর্তি উপলক্ষে আগরতলায় বিজেপির অভিনন্দন মিছিল। ছবি নিজস্ব।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গত ৮ বছর ধরে জনকল্যাণে সেবকের ভূমিকায় কাজ করে চলছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। দেশের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিগত ৮ বছর ধরে জনগণের কল্যাণে সেবকের ভূমিকায় কাজ করে চলছে। জনগণের জীবনযাত্রাকে কিভাবে আরও সহজতর করা যায় সেজন্য নতুন নতুন প্রকল্পের সূচনা করা হচ্ছে। জনকল্যাণে বিগত ৮ বছরে বহু প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে এবং তা রূপায়িত হচ্ছে। এই সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা ইতিমধ্যেই দেশের কোটি কোটি পরিবারে পৌঁছে গেছে। আজ হিমাচল প্রদেশের সিমলায় গরিব কল্যাণ সম্মেলনে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একথা বলেন। এই সম্মেলনে ত্রিপুরা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে কিষাণ সম্মাননিধির ১১তম কিস্তি হিসেবে দেশের ১০ কোটির বেশি ক'ষকের অ্যাকাউন্টে ২১ হাজার কোটি টাকা ট্রান্সফার করেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ৮ বছর ধরে ভারতবাসীর সুরক্ষা, সমৃদ্ধি, সুখ শান্তি বজায় রাখার কাজ করছে। দেশের গরিব, বঁতি ও দলিত সহ প্রত্যেকের কল্যাণ করার সংকল্প নিয়ে কাজ করছে। সবাই মিলে দেশকে সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে শিখরে পৌঁছাতে হবে যা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা স্বপ দেখেছিলেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের আগে দেশে লুঠ, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চর্চা হতো। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। দেশে এখন স্টার্ট আপ, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়াই, গরিবের সার্বিক কল্যাণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চর্চা হয়। ২০১৪ সালের আগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে আপোষ করে চলতো। বর্তমানে উজ্জলা যোজনায় গ্যাস সিলিণ্ডার প্রদান, বাড়ি বাড়ি শৌচালয় নির্মাণ, গরিবের চিকিৎসার জন্য আয়ুমান ভারত যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পগুলির সুফল প্রক'ত সুবিধাভোগীরা সরাসরি পেয়ে যাচ্ছেন। ফলে ভ্রষ্টাচার বা দুর্নীতির কোনও সুযোগ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের বিকাশের এই ধারাকে আরও গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে এখন রাজ্যে রাজ্যে জনগণ ডাবল ই'িনের সরকার প্রতিষ্ঠিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা ডিবিটির মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা চালু করেছিল। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে প্রক'ত সুবিধাভোগীরা লাভবান হওয়ার পাশাপাশি দালালি ব্যবস্থাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। বিগত ৮ বছরে ডিবিটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে ২২ লক্ষ কোটির বেশি টাকা প্রক'ত সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী সরকারের ৮ বছর পূর্তি বিজেপির অভিনন্দন র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। মোদী সরকারের ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা শহরে অভিনন্দন র‍্যালির আয়োজন করেছে প্রদেশ বিজেপি। এদিন প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ের সামনে থেকে অভিনন্দন র‍্যালি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। র‍্যালিতে অংশ নিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির সহসভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সাধারন সম্পাদক টিঙ্কু রায়, কিশোর বর্মণ, সাধারন সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা সহ অন্যান্যরা।

এদিন প্রদেশ বিজেপির সাধারন সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন, কিছুদিন ধরেই সমগ্র দেশ জুড়ে আনন্দের বাতাবরন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৪ সালে মোদী সরকারের পথ চলা শুরু হয়েছিল। এই সরকারের ৮ বছর পূর্ণ হয়েছে। মোদী সরকারের ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশ জুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে অভিনন্দন র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, বিজেপির প্রধান লক্ষ্য সমাজের অন্তিম ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ। গত ৮ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার অন্তিম ব্যক্তির সার্বিক বিকাশে একাধিক প্রকল্প চালু করেছে। তাই প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে এই র‍্যালি সংগঠিত করা হয়েছে।

সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ভোট চেয়ে কমিশনে তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আজ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি সুবল ভৌমিকের দাবি, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং হয়েছে। ফলে, উপনির্বাচনে ওই পরিস্থিতি এড়ানোর বিষয়টি সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৩ জুন ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সুবল বাবু বলেন, ত্রিপুরায় চার বছর তিন মাসের শাসনে নির্বাচনের পরিস্থিতি উধাও হয়ে গেছে। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং, সন্ত্রাস হয়েছে। ৪৬৬টি বুথে পুণ:নির্বাচনের দাবি উঠেছিল। প্রবল চাপে ১৬৮টি বুথে পুণরায় নির্বাচন হয়েছিল। তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দল ৯৮ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। পুর নির্বাচনেও পেশীর জোরে বিজেপি সমস্ত আসনে জয়ী হয়েছে। কারণ, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বিরোধীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি, তোপ দাগেন তিনি।

তাই, আজ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আবেদন জানিয়েছি। ওই সমস্ত বিষয় নির্বাচনী আধিকারিককে মনে করিয়ে দিয়ে প্রার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য বলেছি। সাথে নিরাপত্তা প্রদানে বৈষম্য না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি।

খুমলুঙ-এ পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারে আতঙ্ক ছড়িয়েছে টিটিএএডিসি সদর খুমলুঙ এলাকা জুড়ে। ঘটনাস্থলে পৌছে পুলিশ ও ফরেনসিক টিম মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। মৃত ব্যাক্তির পরিচয় জানা যায়নি।

তবে খুন না আত্মহত্যা, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার খুমলুঙ ফরেস্ট চৌমুহনী এলাকায় অবস্থিত খুম্পুই স্কুলের বিপরীতে থাকা রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিন দুর্গন্ধ ছড়াতেই এলাকাবাসীরা খবর দেয় রাধাপুর থানায়। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। ডাকা হয় ফরেন্সিক টিমকে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি ১৫ থেকে ২০ দিন পুরনো। মৃতদেহে পচন ধরেছে। কঙ্কাল অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ। ফলে ময়না তদন্ত ও ফরেনসিক টিমের রিপোর্ট পেলে তবেই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছোট ভাইকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার বড় ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ মে।। খুনকান্ডের সাথে জরিত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জান যায় গত ২৮ তারিখ রাত্রিবেলায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত অনুরাম পাড়া এডিসি ভিলেজে বর ভাইয়ের হাতে খুন হলো ছোট ভাই। জানাযায় বড় ভাই সলেন্দ্র রিয়াং (৩৫) পারিবারিক ঝামেলা নিয়ে ছোটভাই পতিরাম রিয়াং (৩৩) কে চুল কাটার কেঁচি দিয়ে বুকে আঘাত করে।

এতেকরে রক্তক্ষরনের ফলে ঘটনাস্থলে প্রান হারায় পতিরাম রিয়াং। এই খুনের বিষয়ে ২৯ তারিখ পরিবারের পক্ষথেকে শান্তির বাজার থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়েরকরাহয়। খুনের পরবর্তী সময় পালিয়ে যায় সলেন্দ্র রিয়াং। খুনের অভিযোগ হাতে পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ
সুবিধা ১০০% মহিলার
কাছে পৌঁছে দিতে দেশ সংকল্পবদ্ধ

Government of India
Azadi Ka Amrit Mahotsav

- ১১.৫ কোটির বেশি শৌচাগার মহিলাদের জীবনযাবন সহজ করেছে
- ৯.৫ কোটির বেশি পরিবারে পাইপবাহিত জল সংযোগ
- মুদ্রা যোজনার ৬৮% সুফলভোগীই মহিলা
- উজ্জ্বলা যোজনায় মহিলাদের ৯৬১৭ কোটি রান্নার গ্যাস সংযোগ
- পিএম মাতৃ বন্দনা যোজনায় ২.৪ কোটির বেশি গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদায়ী মায়েদের আর্থিক সহায়তা
- পিএম সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের মাধ্যমে বিনামূল্যে ৩.১১ কোটি প্রাক-প্রসব চিকিৎসা পরিষেবা
- মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটির মেয়াদ ১২ সপ্তাহ থেকে বেড়ে ২৬ সপ্তাহ
- ২.৭ কোটি সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে
- তিন তালাক কুপ্রথার অবসান
- সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের স্থায়ী নিযুক্তি

"মহিলাদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নই আজ দেশের কাছে অগ্রাধিকার। আমরা মা ও বোনেদের সমস্যা লাঘব করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি, যাতে ভারতের উন্নয়নের যাত্রাপথে তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।"

—নরেন্দ্র মোদী—

8 Years
Seva, Sushasan
Garib Kalyan

davp 22201/13/0026/2223

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা২৪৩ ◘ ১ জুন ২০২২ ইং ◘১৭ জ্যৈষ্ঠ ◘বুধবার ◘১৪২৯ বঙ্গাব্দ

ধূমপান শুধু স্বাস্থ্য নয় পরিবেশেরও মারাত্মক ক্ষতি করে

"ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এটি ক্যানসারের কারণ।" এই ধরনের সতর্কবার্তা তো হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কি সত্যি সতর্ক হইতেছে মানুষ! বরং অবাধ ধূমপানই রাস্তাঘাটের নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রাম ত্রিপুরা হোক বা শহর, দেশের প্রত্যেক প্রান্তেই ছবিটা এক। যাহার ফলে পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হইয়া চলিয়াছে।৩১ মে বিশ্ব ধূমপান বিরোধী দিবস। পরিবেশের কথা চিন্তা করিয়া এবার ধূমপান বিরোধী দিবসের থিম রাখা হইয়াছে, "পরিবেশ বাঁচাও।" বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাইয়াছে, তামাক শিল্প পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলিতেছে। এর ফলে পরিবেশের ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়িতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ কমিতেছে, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নষ্ট হইতেছে।

বিশ্বে প্রত্যেক বছর মোট ৩৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ করা হয়। এই তামাক শিল্পের জন্য পরিবেশে প্রায় ৮৪ মেগাটন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। উন্নতশীল দেশগুলিতেই ৯০ শতাংশ তামাক তৈরি হয়। তামাক উৎপাদনের খরচা অনেক কম। উন্নতশীল দেশগুলির অর্থনীতিও এই তামাক শিল্পের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাইয়াছে, তামাক ব্যবহার কমিলে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে এগোতে পারবে দেশগুলি।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল হেলথ অর্গানাইজেশন (হু) ৩১ মে দিনটিকে ওয়ার্ল নো টোব্যাকো ডে ঘোষণা করিয়াছে। বিশ্ব তথা সমস্ত দেশে ধূমপান ও তামাক সেবনের ক্ষতিকারক দিকগুলো নিয়া সচেতনা বাড়িতেছে ও বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচিও চলিয়াছে। এবারের থিম "তামাক হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে"।

আজ কোটি কোটি মানুষ ধূমপানের শিকার। যাহার ফলে ক্যান্সার সহ অনান্য প্রাণঘাতী সব রোগে মারা যাইতেছে বহু মানুষ। তাই বিশ্ব জুড়িয়া এখন ধূমপানের বিরুদ্ধে চিকিৎসক থেকে শুরু করিয়া সাধারণ মানুষ প্রচার চালাইতেছেন।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক বছর তামাক সেবনের কারণে অন্তত ৬০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। তাহা ছাড়া যাঁহারা এই ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থাকেন কিংবা ধূমপায়ীদের সঙ্গে বসবাস করেন, অর্থাৎ পরোক্ষে যাঁহাদের শরীরে ধোঁয়া প্রবেশ করে, তেমন অন্তত ৮,৯০,০০০ লোকের মৃত্যু হয় প্রতিবছর। সিগারেটের ধোঁয়ায় চার হাজারেরও বেশি রাসায়নিক আছে যাহার মধ্যে অন্তত ২৫০টি রাসায়নিক শরীরের ক্ষতি করে এবং অন্তত ৫০টি রাসায়নিক ক্যান্সারের কারণ হইতে পারে।ধূমপানের ফলে ক্যান্সার-সহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগ হইতে পারে।ধূমপান করিলে বা তামাক সেবন করিলে ফুসফুস, মস্তিস্ক, মুখের ভিতরের বিভিন্ন রোগ ও হৃদপিণ্ডের নানা সমস্যা হয়। 'ধূমপান করিলে ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ বা সিওপিডি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সিওপিডি হইলে শ্লেষা, প্রচণ্ড কাশি, শ্বাসকষ্ট হয় ও ধীরে ধীরে ফুসফুস তাহার স্বাভাবিক কাজগুলো আর করিতে পারে না। বেশি ধূমপান করিলে যে ফুসফুসের ক্যান্সার হইতে পারে সে বিষয়টা আমাদের আর অজানা নাই।'

ভোপাল হৃদয়ের ক্ষতি সাধন করে। আগেই যেমন বলিয়াছি এবারের থিম হল ধূমপান বা তামাক কী ভাবে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে। ধূমপান করিলে করোনারি আর্টারির বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় যাহার ফলে স্ট্রোক বা হৃদরোগে আক্রান্ত কিংবা ইস্কিমিক হার্টের মতো রোগও হইতে পারে। যাঁহারা ধূমপান করেন তাঁহাদের কাছাকাছি যে সব মানুষজন থাকেন তাঁহাদের শরীরেও ধোঁয়া প্রবেশ করিলে মারাত্মক সব হৃদ সমস্যা দেখা দেয়, এবং তাঁহাদের ও ফুলফুসের ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে প্রবল।' সিওপিডি বা করোনারি হার্টের রোগে আক্রান্ত হইয়া যাঁহারা আসেন তাঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই ধূমপায়ী। যদিও অন্যান্য কারণেও সিওপিডি বা হৃদরোগ হইতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ রোগী যাঁহারা এই শারীরিক সমস্যায় ভুগিতেছে তাঁহাদের বেশির ভাগই ধূমপান করেন।

দেশে ধূমপানের বিরুদ্ধে আইন এখনও যথেষ্ট শক্ত নয়। সিগারেটের ধোঁয়ায় নিকোটিন, সায়ানাইড, কার্বন মনোক্সাইড, শিসা-সহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক থাকে বলিয়া যে সব মহিলা ধূমপান করেন তাঁহাদের সন্তান ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গের ক্ষতি হয়। ধূমপান সন্তানধারণের ক্ষমতাও কমিয়া যায়। গর্ভাবস্থায় ধূমপান করিলে শুধু গর্ভবতী মহিলারই নয়, হবু সন্তানেরও নানা রকম ক্ষতি হয়। ধূমপানের কারণে গর্ভবতী মহিলার উচ্চ রক্তচাপ হইতে পারে। এর ফলে সেই মহিলার প্রিক্লামসিয়া বা এক্লাম্পসিয়ার মতো প্রাণঘাতী সমস্যা হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় ধূমপান করিলে গর্ভের সন্তান নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই সন্তানের জন্ম হইতে পারে কিংবা অনেক সময় গর্ভের বাচ্চা অপরিণত থাকিয়া যায়, গভর্স সন্তানের মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। সন্তান জন্ম নিলে সে বিকলাঙ্গ হইতে পারে, অন্য রোগেরও শিকার হইতে পারে। গর্ভবতী যে সব মহিলা পরোক্ষ ভাবে ধূমপানের সঙ্গে যুক্ত তাঁহাদের শারীরিক সমস্যাগুলোও একই রকমের হয়। তাই সুস্থ বাচ্চা ও সুস্থ মায়ের জন্য গর্ভবতী মহিলাদের কোনও ভাবে ধূমপানের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা উচিৎ নয়।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আমাদের দেশে ধূমপানের বিরুদ্ধে আইন এখনও যথেষ্ট কড়া নয়। শুধু মাত্র সিগারেটের প্যাকেটে বিজ্ঞাপন মানুষকে ধূমপানের থেকে বিরত করিতে পারিবে না। তাই শুধু মাত্র একটি দিনকে বাছিয়া নিলে চলিবে না, এই ধরণের প্রচার কর্মসূচি লাগাতার চালাইয়া যাইতে হইবে।

চম্পাবত আসনে চলছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, ভাগ্যপরীক্ষা পুষ্করের

দেহরাদূন, ৩১ মে (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের চম্পাবত বিধানসভা আসনে চলছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। এই আসনে এদিন ভাগ্যপরীক্ষা হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে খাতিমা বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন পুষ্কর সিং ধামি। কিন্তু তিনি হেরে যান। হেরে গেলেও পুষ্কর সিং ধামিকে মুখ্যমন্ত্রী করেছে বিজেপি। ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে জিতে আসতে হবে, তাই উপ-নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। উপ-নির্বাচনে চম্পাবত আসন থেকে প্রার্থী হয়েছেন ধামি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। এদিন ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পর বানবাসার একটি পোলিং বুথে যান পুষ্কর সিং ধামি। জয়ের বিষয়ে তিনি আশাবাদী বলে জানিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সুন্দর করে তোলা হচ্ছে দিল্লির রাস্তা, নিরীক্ষণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে রাজধানী দিল্লির রাস্তা। মঙ্গলবার এমনই একটি রাস্তার নকশা নিরীক্ষণ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, 'আমরা দিল্লির রাস্তাগুলিকে সুন্দর করার চেষ্টা করছি। আমাদের লক্ষ্য হল পূর্ত দফতরের অধীনে ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা সুন্দর করা, এ জন্য আমরা পাইলট প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা করছি। আমি আশা করি পাইলট প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে শেষ হবে। অগ্রগতির কাজ চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন জানান, আমরা দিল্লির ৫০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ রাস্তা ইউরোপীয় মান অনুযায়ী ডিজাইন করছি। আজ আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি রাস্তা পরিদর্শন করেছি। আরও কিছু উন্নতি করার দরকার রয়েছে। শীঘ্রই এগুলি ঠিক করে দিল্লির রাস্তাগুলি আরও সুন্দর করে তুলব।'

কিছু অকাল মৃত্যুর সাক্ষী কবিগুরু

মিঠু ঘোষাল

রবীন্দ্র নাথের জীবনে মৃত্যুশোকঃ- নিজের ৮০ বছর ৩ মাসের জীবনে বেশ কিছু অকাল মৃত্যুর সাক্ষী হতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। মৃত্যু তাঁকে আহত করেছে, কিন্তু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেনি। বরং তাঁর মধ্যে জাত হয়েছে এক দার্শনিক উপলখ্য। তিনি নিজে এ বিষয়ে লিখে গেছেন যাহাকে ধরিয়াছিলাম, তাহাকে ছাড়িতেই হইলো, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। রবীন্দ্রনাথের মা -সারদাদেবী রবীন্দ্রনাথের গর্ভধারিনী সারদাদেবী ছিলেন সত্যিই একজন বত্নগর্ভা মহিলা। কিন্তু ভারতরত্ব রবীন্দ্রনাথ যখন মাত্র ৭ বছর বয়সী একটি বালক, তখনই মৃত্যু সারদাদেবীকে গ্রাস করে নেয়। সারদাদেবীর জীবন ছিলো ভীষণভাবে স্বামীকেন্দ্রিক। তিনি ছিলেন ধার্মিক, শিক্ষানুরাগিনী ও নরম মনের একজন মানবী। তিনি ছিলেন সনাতন ভারতের আদর্শ স্থানীয়া সতী নারীর জীবন্ত প্রতিরূপ। তাঁর মন- মানসিকতা- স্বভাব-প্রকৃতি, বাহক রূপ - এক কথায় তাঁর সম্পূর্ণ অস্তিত্বটাই ছিলো বড় মধুর,বড় নিগ্ধ আর ঘরোয়া। তাঁর থেকে তাঁর এই মিপতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার দুঃসাহস মৃত্যুরও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে জীবনস্মৃতিতে লিখে গেছেন - "বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম,তাহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিলোনা। সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম, তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।" গভীর রাতে ঘুমন্ত শিশু রবীন্দ্রনাথকে জাগিয়ে তুলে সারদাদেবীর মৃত্যু সংবাদ শোনাবার চেষ্টা করে ছিলো তাঁদের বাড়ির এক পুরাতন দাসী। কিন্তু, এতে শিশুর কৌমল মনে আকস্মিক আঘাত লাগতে পারে ভেবে তাকে সরিয়ে নিয়ে যান রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানী। অল্পক্ষণের জন্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেও সেই মুহূর্তে অন্ততঃ মায়ের মৃত্যু সংবাদ শোনা হয়নি রবীন্দ্রনাথের। তবে একটা কিছু বড় ক্ষতি যে হয়ে গেছেতা বুঝতে পেরেছিলেন। পরের দিন সকালে মাতৃহীন হওয়ার খবরটি জানলেও মৃত্যুকে তাঁর কর্কশ মনে হয়নি। কিন্তু, শ্মশানযাত্রার সময় তিনি প্রথম অনুভব করলেন যে তাঁর মা আর কোনওদিন ফিরে আসবেননা। শোকের ঝড় বয়ে গেলো বুকের মধ্যে। মনটা হাহাকার করে উঠলো। সেই শোক আরও গভীর হলো দাহকার্য সেরে ফিরে যখন দেখলেন তাঁর পিতৃদেব স্তব হয়ে বসে তখনো উপাসনা করে চলেছেন। নিতান্ত শৈশবে মাতৃহীন হলেও মায়ের এ নিগ্ধ রূপটি রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাবে আঁকা হয়ে গিয়েছিলো। দেশকাল নির্বিশেষে এই রূপটিই যে নারীর শাশ্বত ও যথার্থ রূপ, তা ও মর্মে মর্মে অনুভব করে ছিলেন তিনি।

কাদম্বরী দেবীঃ- রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবী যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বধুবেশে পদার্পণ করেন,তখন তাঁর বয়স নয় বছর আর রবীন্দ্রনাথের সাত বছর। প্রায় সমবয়সী হওয়ায় খুব সহজেই উভয় উভয়ের খেলার সাথী হয়ে হঠেন। আর তারপরে হয়ে ওঠেন গল্পের সঙ্গী, সাহিত্যের দোসর। শৈশব, কৈশরের পথ পেরিয়ে যৌবনের প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হন দুজনে একই সঙ্গে।- পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁদের তুমুল সংস্কৃতিচর্চাও। দেবর রবীন্দ্রনাথ মানুষকে উদ্দ্ধ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো কাদম্বরীদেবীর। তাই প্রতিভামরী, গুণবতী কাদম্বরীদেবী অটারেই হয়ে উঠেছিলেন মাতৃহীন রবীন্দ্রনাথের মর্মসহচরী। রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রথম পাঠক কাদম্বরীদেবী। তাঁর সমালোচকও তিনিই। তার সোনার তরীর প্রথম কান্ডারী তিনি। ৭ থেকে ২৩ রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই ১৪টা বছরকে মধুময় ও সাহিত্য সুগন্ধে সুরোভিত করে রেখেছিলেন কাদম্বরীদেবী। কাদম্বরীদেবীর ছিলো সহজাত সৌন্দর্যবোধ। সেই সৌন্দর্যবোধের পরিচয় তিনি রেখেছেন গৃহসজ্জায়,তার সাধের নন্দনকানন নির্মানে এবং রন্ধনশিলেও। সাহিত্যপ্রেমী হওয়ার পাশাপাশি তাঁকে আমরা দেখেছি সুঅভিনেত্রী এবং সুগায়িকা হিসাবেও। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে তাঁর ছিলো একটি বিশেষ স্থান। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্তা এক নারী। তাঁর প্রতি প্রেমমুগ্ধতা বশতঃ তাঁর স্বামী সংস্কারের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ির অধিকাংশ সদসাই ছিলেন তাঁর প্রতি অনুরক্ত ও তীর সমর্থক। কিন্তু এতো প্রাপ্তী, এতো সুখ,এতো সম্মানের ঠিক কেন্দ্রছল থেকে হঠাৎই মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাকেযে মৃত্যুকে আহবান করে এনেছিলেন তিনি নিজেই - কোনও এক অজ্ঞাত কারনে অভিমান বশতঃ। তাঁর মৃত্যু বিশ্বকবির জীবনে এক বিচিত্র শূন্যতার সৃষ্টি করেছিলো। বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিলো তাঁর চিন্তাভাবনার জগৎকে। সেই শুন্যতা, সেই আলোড়ন থেকে বিশ্বকবি সম্ভবতঃ কোনওদিনই মুক্ত হতে পারেননি।

মৃণালিণী দেবীঃ- রবীন্দ্র নাথের বয়স তখন ২২ বছর ৭ মাস,তাঁর বিয়ে হলো ঠাকুর স্টেটের কর্মচারী ফুলতলির বেণীমাধব রায়ের জোষ্ঠা কন্যা ১০ বছরের বালিকা ভবতারিণীদেবীর সঙ্গে। ঠাকুর বাড়ীতে আসার পর তাঁর নাম বদলে রাখা হলো মৃণালিণীদেবী। নাম বদলের পর ধীরে ধীরে বদলে গেলো তাঁর ব্যক্তিত্বও। ঠাকুরবাড়ির আদব ইংরাজি। আর বাড়িতে সংস্কৃত শিখলেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্রের কাছে। পাশাপাশি শিখতে লাগলেন পিয়ানোও। হয়ে উঠলেন ঠাকুর বাড়ির উপযুক্ত বধু। তাঁর স্বামীর "রাজা ও রাণী" নাটকের প্রথম অভিনয়ে মৃণালিণী দেখা দিলেন "নারায়ণী" র ভূমিকায়। তাঁর শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য মেয়ে ও বউমাদের মতো তিনিও অভিনয়, গান, সাহিত্যচর্চা, অনুবাদকর্ম ইত্যাদিতে যথেষ্ট, পারদর্শিতা দেখালেন। সুনাম কুঁড়োলেন রন্ধনশিল্পী হিসাবেও। আবার, আত্মীয়দের সকলেরই সুখে সুখী-দুঃখে দুঃখী হয়ে,হয়ে উঠলেন তাঁদের পরম আত্রীয়,আত্মার আত্মীয়।

মৃণালিণীদেবীর বহিরাবরণে, ব্যক্তিত্রে,স্বভাবে কৌথাও উগ্রতার ছায়ামাত্র ছিলোনা। ছিলোনা সোচ্চারে ছড়িয়ে পড়ার, ছাপিয়ে ওঠার বিদুমাত্র বাসনা বা প্রচেষ্টা তাঁর জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিলো তাঁর বিশ্ববরেণ্য স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী এবং সহমর্মিণী হয়ে ওঠার মাধ্যমে। সহজ,সরল, আন্তরিক,পরিহাসপ্রিয়, সুগৃহিনী, বিবাহিত জীবনে ভীষণভাবে সুখী এই নারী শান্তিনিকেতনে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের সময় কবিগুরুকে সর্বোত ভাবে সাহায্য করেছিলেন নেহে, সেবাপরায়ণতায় তিনি আশ্রমিকদের সকলেরই জননী হয়ে উঠেছিলেন। তাই মাত্র ২৯ বছর বয়সে তার কোনও এক অজ্ঞাত অসুখে ভুগে মৃত্যুর পর মাতৃহারা হয়ে পড়ে গোটা আশ্রম। কবিগুরু নিজেই বলেন আমি তাদের সব দিতে পারি,মাতৃনহ তো দিতে পারিনা।"

তাঁর মৃত্যু তীর স্বামীকে বড় অসহায় করে তুলেছিলো। সর্বক্ষণ তিনি অনুভব করতেন এই বিশ্বজননীর, তাঁর প্রিয়তমা "ভাই ছুটি-র অভাব। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়।" মাত্র ৪১ বছর বয়সে বিপত্রীক হওয়া সত্বেও কবিগুরু দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেননি। এতটাই অবিচল ছিলো তীর পত্রীপ্রেম।

রেণুকা দেবীঃ- রেণুকাদেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিণীদেবীর মেজো মেয়ে কিন্তু তৃতীয় সন্তান। তাঁর ডাক নাম ছিলো রাণী। মৃণালিণীদেবীর কোল আলো করে তিনি এসেছিলেন ১৮৯১ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখে। আর এর ঠিক ১০ বছর পরে ১৯০১ সালে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিলো সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নতুন বিয়ের আনন্দ রেশ কাটার আগেই ধরা পড়লো যে তার দেহে ক্ষয়রোগ বাঁধা বেধেছে। চঞ্চল, অবুঝ, জেদী শৈশব অনুত্তীর্ণ মেয়েটি আশ্রয় নিলেন বিছানায়। শীর্ণ দুটি হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে লাগলেন তাঁর একান্ত অসহায় বাবাকে। তাঁর কাছে গল্প শোনার আব্দার জানাতে লাগলেন। বিশ্বকবি তাঁর এই মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের আব্দার মেনে তাঁকে শোনাতেন ছোট্টছেলের গল্প - শিশু কাব্যরস্থের কবিতা। তারপর একদিন শেষ হয়ে গেলো গল্প শোনানোর পালা। ১৯০৩ সালে মাত্র ১২ বছর ৭ মাস বয়সে নিভে গেলো দুষ্টুমিষ্টি মেয়েটির জীবনদীপ। বাবা শেষ সময়ে তাঁকে উপনিষদের মন্ত্র বলে তার অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। তাই বুঝি যাওয়ার আগে বাবার হাত ধরে তিনি বলেছিলেন "বাবা,ও পিতা নোহসি বলো।" স্ত্রীকে হারানোর পর এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করতে হলো সন্তান হারানোর অসহ্য শোক।

শমীন্দ্রনাথ ঃ- ১৯ বছরের বিবাহিত জীবনে রবীন্দ্রনাথ, মৃণালিণীদেবীর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন ৫টি সন্তান। সর্বকনিষ্ঠটির নাম শমী - শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিলো ১৮৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে। মৃণালিণীদেবী যখন মারা যান, শমীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৫ বছর ১১ মাস। কেটে যেতে থাকে দিন। মৃণালিণীদেবীর মৃত্যুর পর রেণুকাদেবীকেও শেষযাত্রায় পাঠাতে হয় বিশ্বকবিকে। আর তারপর, নিজের বাকি ৪ সন্তানকে একেবারে আকড়ে ধরে বাঁচার এবং বাচানোর চেষ্টা করতে থাকেন তিনি। কিন্তু, বাধ সাধে বিধি। ১০ বছর ১১ মাস বয়সে শমীন্দ্রনাথ বিহারের মুগর জেলায় গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হন ও মারা যান। তারিখটা ছিলো ১৯০৭ সালের ২৩ নভেম্বর। প্রশঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক ৫ বছর আগে ১৯০২ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে মৃত্যু হয়ে ছিলো কবিপত্রী মৃণালিণীদেবীর। মাধুরীলতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তানের নাম মাধুরীলতা। তার জন্ম হয়েছিলো ১৮৮৬ সালের ২৫ অক্টোবর তারিখে। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বাবা হওয়ার স্বাদ চাখিয়েছিলেন। তাঁকে কোলে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম অনুভব করেছিলেন পিতৃত্বের অনুভূতি। ভীষণ ভালোবাসতেন তিনি মাধুরীলতাকে। মাধুরীলতার ডাক নাম ছিলো বেলা। কিনতু, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডাকতেন কখনো বেলি বলে, কখনো বেলুবুড়ি নামে।

মাধুরীলতা ছিলেন খুব ফর্সা, অপরূপ রূপবতী, সুশিক্ষিতা, সুগৃহিণী, সমাজসেবিকী এবং অতি অবশ্যই একজন সুলেখিকা। ১৯০১ সালে ১৪ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র আইনব্যবসায়ী শরৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে। স্বামীর কর্মসূত্রে মাধুরীলতাকে মজঃফ রপুরের বাসিন্দা হতে হয়েছিলো। সেখানকার আবালবৃদ্ধবণিতা ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। মাধুরীলতা নিঃসন্তান হলেও বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর ছোটবোন মীরাদেবীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও শরতের সম্পর্কের মধ্যে একটা বিশ্রী রকমের জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেই জটিলতার আবর্তে পড়ে যান মাধুরীলতাও। অবশেষে ক্ষয়রোগজনিত মৃত্যু এসে তাঁকে মুক্তি দেয়। বয়স তখন মাত্র ৩১ বছর। মৃত্যু মিছিল রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশি করে সৃষ্টিশীলতার পথে এগিয়ে দিয়েছিলো। মাকে হারানোর বেদনা রূপান্তরিত হয়েছিলো শিশু ভোলানাথ এ। তুলেছিলো প্রেমের পথের পথিক। রানী, শমী, বেলার মৃত্যু তার মধ্যে এনে দিয়েছিলো পরিণত মনস্কতা, দার্শনিক বোধ। মৃতু তাঁকে এতোটাই সৃষ্টিশীল করে তুলেছিলো যে তিনি নিজের মৃত্যুর ঠিক ৮ দিন আগে রচনা করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ কবিতাটি। এর থেকেই বোঝা যায় যে তিনি জীবনের প্রতি কতটা মোহমুক্ত, মৃতুর প্রতি কতটা নিস্পৃহ এবং সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে কতটা মরিয়া ছিলেন।

চিনকে পেছনে ফেলে গ্লোবাল এয়ার পাওয়ার রেঙ্কিংয়ে কি করে আগে আসল ভারতবর্ষ ?

বিশেষ প্রতিবেদন।। ২০২২ সালের হিসাবে বিশ্বের সমস্ত দেশ মিলিয়ে শক্তিশালী এয়ারফোর্সের রেঙ্কিং প্রকাশ করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই রেঙ্কিং এ দেখা যাচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনা চিনের বায়ুসেনার থেকে এক ধাপ এগিয়ে আছে। এই রেঙ্কিং প্রকাশ করেছো ডব্লিউ ডি এম এম এ বা ওয়ার্ল ডাইরেক্টরি অফ মর্ডান মিলিটারি এয়ারক্রাফট নামক সংস্থা। বিশ্ব জুড়ে ৯৮ টি দেশের ১২৪ টি এয়ার সার্ভিসের উপর বিচার করে তাদের শক্তি, দুর্বলতা সবকিছু বিচার করে এই রেঙ্কিং প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে এয়ার সার্ভিসের কথা বলা হয়েছে, দেখুন এয়ারফোর্স এয়ার সার্ভিসের মধ্যেই পড়ছে। এই সংস্থাটি কতটা গভীর বিশ্লেষন করে তার একটা তথ্য দিই, সংস্থাটি বিশ্ব জুড়ে ৪৭,৮৪০ টি বিমানকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছে রেঙ্কিং তৈরির জন্য।

এবার দেখা যাক ২০২২ এর হিসাবে কোন দেশের কত গুলি এয়ার সার্ভিস প্রথম দশে রয়েছে। প্রথমেই রয়েছে আমেরিকার বায়ুসেনা, দ্বিতীয় স্থানে আমেরিকার নেভির এয়ার সার্ভিস, তৃতীয় স্থানে রাশিয়ান বায়ুসেনা, চতুর্থ স্থানে আমেরিকার স্থলবাহিনীর এয়ার সার্ভিস, পঞ্চম স্থানে আমেরিকার মেরিন সেনার এয়ার সার্ভিস, ষষ্ঠ স্থানে ভারতীয় বায়ুসেনা, সপ্তম স্থানে চিনের বায়ুসেনা, অষ্টম স্থানে জাপানের বায়ুসেনা, নবম স্থানে ইসরায়েলের বায়ুসেনা এবং দশম স্থানে ফ্রান্সের বায়ুসেনা স্থান পেয়েছে। ভারতের অন্যতম শত্রু দেশ পাকিস্তান রয়েছে ১৮ নম্বর স্থানে। যদি লিস্টটা দেখেন হিসাব মত ভারত তৃতীয় স্থানে আছে দেশ হিসাবে কারন প্রথম পাঁচ স্থানের চারটিই আমেরিকার অধীনে রয়েছে।

এই রিপোর্ট পাবার পর থেকেই চিনের সামাজিক মাধ্যম সহ সরকারি কর্মকর্তারা পর্যন্ত ক্ষেপে গেছে কারন তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না ভারতের তুলনায় চিনের বায়ুসেনার আয়তন বড়, চিনের আধুনিক যুদ্ধ বিমানের সংখ্যাও বেশি ভারতের তুলনায় কিন্তু তার পরেও ভারতের তুলনায় চিনের পিছিয়ে। গত ২১ মে ইউরেশিয়ান টাইমস এই রিপোর্ট প্রকাশ করে চিনা নেটিজনরা এই রিপোর্টের উপরই প্রশ্ন চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে, তাদের দাবি চিনা এয়ারফোর্স সম্পর্কে সঠিক তথ্য বাকী বিশ্বের কাছে নেই। তাদের এটাও দাবি যখন চিন জে-১০ পোগ্রাম লঞ্চ করে তখন ভারতও তেজস পোগ্রাম লঞ্চ করে। যখন জে- ১০ টেস্টিং স্টেজে ছিল তখন তেজসও টেস্টিং স্টেজে ছিল, যখন জে-১০ চাইনিজ বিমানবাহিনীতে যুক্ত হয় তখনও তেজস টেস্টিং ফেজে ছিল, এমনকী জে-১০ এর আপগ্রেডেড ভার্সন ও আরও উন্নত পঞ্চম প্রজন্মের জে-২০ স্টেলথ বিমান চিন তৈরি করার পরও তেজস টেস্টিং ফেজেই ছিল তাহলে কী করে ভারত চিনের থেকে এগিয়ে এটাই চিন বিশ্বাস করতে পারছে না।

দেখুন চাইনিজ নেটিজনদের বক্তব্য ঠিক কিন্তু শুধু প্রচুর বিমান তৈরি করলেই রেঙ্কিং এ আগে এগোনো যায় না, এই রিপোর্ট তৈরি করতে অনেক ছোট ছোট প্যারামিটার বিশ্লেষন করা হয়। এই রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে কোন দেশের বায়ুসেনাকে তার টোটাল ফাইটিং ক্ষমতা দিয়ে বিচার করা হয়, তার উপর বিশ্লেষণ করে টিভিআর বা টু ভ্যালু রেটিং বার করা হয়। যার সবচেয়ে বড় উদাহারন আমেরিকার বায়ুসেনা যার টিভিআর ২৪২.৯, যেখানে রাশিয়ান বায়ুসেনার ১১৪.২ যা আমেরিকার অর্ধেকেরও কম। ভারত, চিন তো এর আশেপাশেও নেই। ভারতীয় বায়ুসেনার টিভিআর ৬৯.৪, চীনের ৬৩.৮. কোন দেশের বায়ুসেনাতে কত ধরনের বিমান আছে, যুদ্ধ বিমান, স্ট্রাটেজিক বোম্বার, ট্রান্সপোর্ট বিমান, বিশেষ অপারেশন বিমান, ইনটেলিজেন্স বিমান, ট্রেনিং বিমান সহ হেলিকপ্টারের সংখ্যা সব দেখা হয়, তার সাথে দেশটির বিমান তৈরির ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এয়ার ট্রেনিং ফেসিলিটি, অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি সব কিছু বিশ্লেষণ করে তবেই এই টিভিআর প্রকাশ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে আমেরিকা সবার থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে। এবার এটা দেখা যাক ভারত কেন এই রেঙ্কিং এ চিনের থেকে এগিয়ে গেল টিভিআর বিচারে। প্রথমেই বলি ভারতীয় বায়ুসেনার মোট বিমানের সংখ্যা ১৬৪৫ যার মধ্যে ৬৩২ টি বিমান আক্রমনের জন্য, ৭০৯ টি সাপোর্টের জন্য, ৩০৪ টি ট্রেনিং এর জন্য এবং ভবিষ্যতে ৬৮৯ টি বিমান যুক্ত হবে।

এই হিসাবে ভারতীয় বায়ুসেনায় মোট ৩৮.৪ শতাংশ যুদ্ধ বিমান, ২৬.৬ শতাংশ হেলিকপ্টার, ১৫.২ শতাংশ ট্রান্সপোর্ট বিমান, ১৮.৫ শতাংশ ট্রেনিং বিমান এবং কিছু ট্যাংকার ও বিশেষ মিশনের জন্য বিমান রয়েছে। এখানে একটা কথা বলে রাখি ১৯৬২ সালে ভারত চিন যুদ্ধ ভারত চিনের সাথে ততটা সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু জানলে অবাক হয়ে যাবেন সেসময় চিনের তুলনায় ভরতের বায়ুসেনা শক্তিশালী ছিল কিন্তু তাও অজানা কারনে ভারতীয় বায়ুসেনাকে সেসময় ব্যবহার করা হয় নি, যদি করা হত তাহলে সেসময় যুদ্ধে আমরাই জিততাম। আচ্ছা এবার একটা জিনিস বলি কোন দেশের বায়ুসেনায় থাকা যুদ্ধবিমানের মধ্যে কতগুলি সাথে সাথে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত তাকে সেই দেশটির এয়ারক্রাফট অ্যাভেলেবিলিটি রেট বা রেডিনেস রেট বলে।

যেমন ভারতের ১৬৪৫ টি বিমান রয়েছে এর ৫০ শতাংশ মানে ৮২৩ টি বিমান যদি সবসময় প্রস্তুত থাকে বিলো রেডিনেস রেট বলে, যদি ৭০ শতাংশ বিমান প্রস্তুত থাকে তাকে অ্যাভারেজ রেডিনেস রেট বলে যদি ৭৫ শতাংশ বিমান প্রস্তুত থাকে তাকে এভাব অ্যাভারেজ এবং যদি ৮০ শতাংশ বিমান প্রস্তুত থাকে তাকে এক্সিলেন্ট রেট বলে। এই রেট বিশ্লেষণ করে দেশটির বায়ুসেনাকে পয়েন্ট দেওয়া হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় বায়ুসেনাতে ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ১৩১৬ টি বিমান সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।এবার দেখা যাক চিনের বায়ুসেনার ব্যাপরে। চিনের বায়ুসেনায় বর্তমানে ২০৮৪ টি বিমান আছে যা ভারতীয় বায়ুসেনার তুলনায় ৪৩৯ টি বেশি।

যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ বিমান রয়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশ যা ভারতের আছে ৩৮.৪ শতাংশ। কিন্তু চিনের বায়ুসেনার ৭৫ শতাংশ বিমান যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত যেখানে ভারতের ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ভারতের রেডিনেস রেট চিনের থেকে বেশি। তবে ভারত ও চিন উভয় বায়ুসেনারই একটি সমস্যা হচ্ছে পর্যাপ্ত এরিয়াল রিফিউলার না থাকা। ভারতের সাতটি এয়ার রিফিউলার আছে, যেখানে চিনের মাত্র তিনটি। তবুও সত্যি কথা বলতে কী আধুনিক যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা চিনের ভারতের তুলনায় অনেকটাই বেশি তা সত্বেও চিন কম পয়েন্ট পেল কীভাবে?? যার একটি বড় কারন হচ্ছে নকল। চাইনিজ বায়ুসেনার প্রায় সব বিমানই অন্য দেশ থেকে নকল করা। বেশিরভাগ চাইনিজ বিমান রাশিয়ান বিমান এবং কিছু আমেরিকান বিমানের নকল।

যেমন সম্প্রতি চিনের তৈরি এইচ ২০ বোম্বার বিমান আমেরিকার বি-২ স্পিরিটের নকল। তবে এটাই একমাত্র কারন নয়। চীনের বায়ুসেনার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিমানের মধ্যে সমতা নেই, যেমন ভারতের ৬৩২ টি যুদ্ধ বিমান, ৭০৯ টি সাপোর্টের জন্য, ৩০৪ টি ট্রেনিং এর জন্য এবং ভবিষ্যতে ৬৮৯ টি বিমান আসবে যা একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখে কিন্তু চিনের ক্ষেত্রে ছবিটা একটু আলাদা। চিনের ১৪৫৩ টি যুদ্ধ বিমান এবং সেই তুলনায় সাপোর্ট বিমান তিন গুনেরও কম মাত্র ৩৭০ টি। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চাইনিজ এয়ারফোর্স কে সাপোর্ট করবার মতন পর্যাপ্ত লজিস্টিক ও ইনটেলিজেন্স বিমান চিনের নেই। ভারতীয় বায়ুসেনার সাপোর্ট বিমানের প্রশংসা স্বয়ং চিন নিজে করেছিল আজ থেকে চার বছর আগে। ২০১৮ সালে ভারতীয় বায়ুসেনা এক্সারসাইজ গমনশক্তি পরিচালনা করে যাতে ভারতীয় বায়ুসেনার ১১০০ বিমান, ১০০০০ সদস্য অংশ নিয়েছিল এবং ১১,০০০ মিশন সম্পন্ন করা হয়েছিল যা রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল চিনকে। ২০০৮ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় সুখোই ৩০ এমকেআই বিমানের রেডিনেস রেট ছিল ৫০ শতাংশেরও কম কিন্তু বর্তমানে ৯০ শতাংশ সুখোই ৩০ এমকেআই সর্বদা অ্যাক্টিভ রয়েছে।

যা প্রমান করে ভারতের লজিস্টিক সাপোর্ট ও মেইটেন্যান্স সাপোর্ট কতটা উন্নত। আমেরিকান বায়ুসেনার এক সিনিয়র অফিসার বেঞ্জামিন ল্যামব্যাথ স্বয়ং এব্যাপরে ভারতের প্রশংসা করেছেন। বেঞ্জমিন ল্যামব্যাথের যুদ্ধ বিমানের ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে, ৪০ বিভিন্ন রকমের যুদ্ধবিমান তিনি চালিয়েছেন। এয়ারফোর্স ম্যাগাজিনে তিনি ভারতের ব্যাপারে একটি আর্টিকেল লিখেছিলেন যার নাম 'ইন্ডিয়াস এয়ারফোর্স ইভলবস' মানে কী করে ভারতীয় বায়ুসেনার পরিবর্তন হল। এখানে তিনি ২০০৮ সালে আমেরিকাতে হওয়া রেড ফ্ল্যাগ এক্সারসাইজ ও গোয়ালিয়রে হওয়া কোপ ইন্ডিয়া এক্সারসাইজের কথা বলেছেন। উভয়ক্ষেত্রেই ভারতীয় বায়ুসেনা ও আমেরিকান বায়ুসেনা যৌথভাবে অংশ নিয়েছিল। সেসময় আমেরিকান পাইলটরা ভারতীয় পাইলটদের প্রচুর প্রশংসা করেছিল। ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধ অভিজ্ঞতা চিনের থেকে অনেক বেশী। পাকিস্তানের সাথে চারটি যুদ্ধে ভারতীয় বায়ুসেনার ভূমিকা সবাই জানেন। তাছাড়া আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইসরায়েলের মতন বিশ্বের শক্তিশালী দেশ গুলোর সাথে ভারত নিয়মিত এয়ার এক্সারসাইজ করে কিন্তু চিন খুব কম দেশের সাথেই এক্সারসাইজ করে। যারজন্য কিছুটা হলেও চিন পয়েন্ট কম পেয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১৯৯০-২০২২, ৩২ বছর পর আজ আমগুড়ি সৌরশক্তি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

আমগুড়ি (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : ১৯৯০ থেকে ২০২২, দীর্ঘ ৩২ পর আজ পূর্ণ হবে আমগুড়িবাসীর স্বপ্ন। আজ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যবাসীর নামে উৎসর্গ করবেন আমগুড়িতে ৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতা-সম্পন্ন নবনির্মিত সৌরশক্তি প্রকল্পের। ১৯৯০ সালের ২১ নভেম্বর তদানীন্তন অগপ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহন্ত আমগুড়ির লালিমচাপরিতে সৌরশক্তি প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন। কিন্তু এতদিন রাজনৈতিক টানাপোড়েনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। ২০১৬ সালে অসমে সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমগুড়ির বিধায়ক প্রদীপ হাজরিকা সৌরশক্তি প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকারের কাছে দাবি করেছিলেন। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল অগপর বরিষ্ঠ বিধায়ক হাজরিকার দাবি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে তাকে বাস্তবায়িত করতে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল অসম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (উৎপাদন)-এর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটিকে সৌরশক্তি প্রকল্পে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এর শিলান্যাস স্থাপন করেন। পরবর্তীতে অসম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ (উৎপাদন) ৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতা-সম্পন্ন এই প্রকল্প নির্মাণের দায়িত্ব দিল্লি-ভিত্তিক জ্যাকসন কোম্পানিকে দেয়।

উল্লেখ্য, বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে কেবল রাজনৈতিক কারণে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। এমন-কি সে সময় এই প্রকল্পটি আমগুড়ি থেকে অন্যত্র স্থানান্তরের ষড়যন্ত্রও করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। তবে সনোয়াল সরকারের কার্যকালে এই প্রকল্পের কাজে গতি আনা হয়। শিলান্যাসের তিন বছরের মধ্যে বহুকাঙ্ক্ষিত সৌরশক্তি প্রকল্পটিকে উৎপাদনক্ষম করতে সক্ষম হয় নির্মাণকারী সংস্থা। চলতি বছরের ২২ মে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী বিমল বরা প্রকল্পটি পরিদর্শন করে উদ্বোধনের প্রস্তুতির খোঁজখবর নেন। এই প্রকল্পটি চালু হলে আমগুড়িবাসীর পাশাপাশি উজান অসমের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন বলে সেদিন দাবি করেছিলেন মন্ত্রী বিমল বরা। দীর্ঘ তিন দশক পর অবশেষে আজ আমগুড়িবাসীর স্বপ্ন পূর্ণতা লাভ করবে। এই সৌরশক্তি প্রকল্পটি গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রকল্প। আজ বেলা ১.৩০ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সৌরশক্তি প্রকল্পটি জনতার জন্য উৎসর্গ করবেন। এর পর আমগুড়ির জ্ঞানবিকাশ বিদ্যাপীঠ ময়দানে আয়োজিত এক গণসমাবেশে ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

চাকমাঘাটের একাংশ রেশন ভোক্তারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ মে।। বাম সমর্থিত একাংশ রেশন ডিলার এবং উৎকোচ পিপাসু একাংশ আমলাদের কারণে রেশন ভোক্তারা সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকান গুলোতে গিয়ে বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। বঞ্চনার কারণে সময়ে অসময়ে রেশন ভোক্তারা প্রশাসনের দ্বারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতেও দেখা গেছে। এমনই এক ঘটনা মঙ্গলবার প্রত্যক্ষ করা গেল চাকমাঘাট গাঁও সভার অন্তর্গত এক ন্যায্য মূল্যের দোকানে। এই দিনে ভোক্তারা মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়ে ন্যায্য রেশন সামগ্রী পাওয়া ব্যাপারে কথা বলেন। উল্লেখ্য থাকে, চাকমাঘাট গাঁও সভায় অন্তর্গত প্রবীর মজুমদারের রেশন দোকান নিয়ে পূর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু অভিযোগ থাকলেও নির্বিকার খাদ্য দপ্তরের কর্তা ব্যাক্তিরা। সূত্রের খবর, বাম আমলে তথাকথিত রেশন ডিলার তথা চাকমাঘাট গাঁও সভার রেশন দোকানের কর্ণধার প্রবীর মজুমদার এই রেশন দোকান নিয়ে বাম আমলে বহু কারচুপি এবং গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করলেও রাম আমলের কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার এক রাম ভক্ত শিকেয়তুলি চুনো পুঁটি নেতাকে ম্যানেজ নিজের রেশন দোকান এখন পর্যন্ত ধরে রেখেছে। তবে এই সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানে আসা সাধারণ ভোক্তাদের অভিযোগ, এই রেশন দোকান থেকে অতি নিম্নমানের চাল পাওয়া যায় সময় সময়, আবার কোন কোন সময় এই রেশনের ডিলার প্রবীর মজুমদার রেশন ভোক্তাদের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে যান বলে অভিযোগ। তাছাড়া ভোক্তাদের আরও অভিযোগ, এই রেশন দোকানের কর্ণধার প্রবীর মজুমদার সাধারণ ভক্তদের কাছ থেকে আঙ্গুলের ছাপ এবং টাকা আগাম ভাবে রেখে দিলেও রেশন ভোক্তারা রেশন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হন। এই ঘটনার জের ধরে রেশন ভোক্তারা মঙ্গলবার রেশন দোকানের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে প্রথম পর্যায়ে। এতেই ক্ষান্ত থাকতে না পেরে রেশন ভোক্তারা সংঘবদ্ধভাবে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এসে অতিরিক্ত মহকুমা শাসক শীর্ষেন্দু দেববর্মার সঙ্গে কথা বলেন ঘটনার বিষয় নিয়ে। উল্লেখ্য থাকে, গত কয়েকদিন পূর্বে মহাকুমা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ওই রেশন দোকানে ছাপ্পা মেরে প্রায় ২.৪৩ কুন্টাল চালের গরমিল লক্ষ করে রেশন দোকান বন্ধ করে দিয়েছিল। এবার মঙ্গলবার ওই রেশন দোকানের কর্ণধার প্রবীর মজুমদার নমিনিউ পরিবর্তন করে তারেই আরেক সাগরেদ রাজকুমার দাসকে রেশন দোকানের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। জানা গেছে, খাদ্য দপ্তরে প্রেরণ করা উন্নত মানের মেশিন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নতুন রেশন ডিলার রাজকুমার দাস একেবারেই অনভিজ্ঞ।

জম্মু-কাশ্মীরের কল্যাণের জন্য নিবেদিত ছিল ভীম সিংজির জীবন : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): ন্যাশনাল প্যান্থার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবীণ নেতা অধ্যাপক ভীম সিংয়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভীম সিংকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জম্মু-কাশ্মীরের কল্যাণের জন্য নিবেদিত ছিল ভীম সিংজির জীবন। তৃণমূল স্তরের নেতা হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, তাঁর পাণ্ডিত্য জ্ঞান অনন্য ছিল। আমি সর্বদা তাঁর সঙ্গে আমার মিথস্ক্রিয়া স্মরণ করব। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত। ভীম সিংজির পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি।

মঙ্গলবার সকালে জম্মুতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অধ্যাপক ভীম সিং। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মঙ্গলবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ ভীম সিংকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবার সূত্রের খবর, বিগত কয়েকমাস ধরে অসুস্থ ছিলেন ন্যাশনাল প্যান্থার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবীণ নেতা অধ্যাপক ভীম সিং। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে রামনগর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন ভীম সিং, ১৯৮২ সালে স্ত্রী জয় মালার সঙ্গে প্যান্থার্স পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ভীম সিং দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে ২০১২ সাল পর্যন্ত পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন, এরপর তাঁর ভাইপো হর্ষ দেব চেয়ারম্যান হন।

সিপাহীজলায় সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ মে।। ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভর ও বৈভবশালি করার পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৮ বছর পূর্ন হয়েছে। স্বাধীনতার পর একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গরিব মানুষের স্বপ্ন পূরণের জন্য দিবারাত্রি কাজ করে যাচ্ছেন। পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় সমাজের অন্তিম ব্যাক্তির কল্যাণ সাধনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। দীন দয়াল উপাধ্যায়ের মার্গদর্শনে সমাজের অন্তিম ব্যাক্তির ব্যাঙ্ক একাউন্টে সরাসরি সরকারি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জিরো ব্যালেন্সে জনধন একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই একাউন্টে সরাসরি সহায়তা রাশি সরাসরি পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। কমিশন বাজি, দুর্নীতি ঠেকাতে জনধন একাউন্ট ধনন্তরির কাজ করছে। এই জনধন একাউন্ট নিয়েও নানা অপপ্রচার ছিল। টাকা রাখলে না-কি ফেরত পাবেনা। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি নিয়মিত নজর রাখছেন এবং খোঁজ খবর রাখছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সুবিধাভোগীদের সাথে ভার্চুয়াল আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ মাল্টি পারপাস হলে চড়িলাম বিধানসভার গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা ও কিষান সম্মান নিধি সুবিধাভোগীদের সাথে ভার্চুয়াল আলোচনা করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হিমাচল প্রদেশে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান থেকে বেনিফিসারী সাথে কথা বলেন। করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে দেশের আশি কোটি মানুষকে আড়াই বছর ধরে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। লকডাউন পরিস্থিতিতে কাউকে অভুক্ত থাকতে হয়নি। এ ছাড়া একসময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা শুন্যের কোটায় নামিয়ে এনেছেন। চাষীরা অন্নদাতা। তাদের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভেবেছেন প্রধানমন্ত্রী। কৃষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে বছরে ছয় হাজার টাকা কৃষকদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে পাঠিয়ে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সুশাসন। বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে গরিব কল্যাণ যোজনা ও কিষান সম্মান নিধি সুবিধাভোগীদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা শোনার জন্য উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যীষ্ণু দেববর্মন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুভাস চন্দ্র দাস, সিপাহীজলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি।

ব্রু সংগ্রমা মথহ এর সভা অনুষ্ঠিত মনপাথর বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ মে।। ব্রু সংগ্রমার উদ্দ্যোগে ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে মনপাথর বাজারে অনুষ্ঠীত হয় এক আলোচনাসভা। ব্রু সংগ্রমা মথহ নিজেদের সংগঠনকে সমৃদ্বশালী করতে ও রিয়াং জনজাতিদের স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে মঙ্গলবার মনপাথর সব্জী বাজারের সেডঘরে অনুষ্ঠীত হয় এক আলোচনাসভা। এই আলোচনা সভার মাধ্যমে ব্রু সংগ্রমা মথহের জেনারেল সেক্রেটারী খনারাম রিয়াং জানান উনাদের সংস্থার বিরুদ্ধে তথ্য ছাড়া অভিযোগ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার ফলে শান্তির বাজার মহকুমা শাসক মনপাথর বাজারে ব্রু সংগ্রমা মথহ এর কার্যালয়ে তালা লাগিয়েছে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে ব্রু সংগ্রমা হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। উনারা জানিয়েছেন সবকিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল মনপাথর বাজারে ব্রু সংগ্রমা কার্যালয়ের তালা মুক্ত করা হবে। অপরদিকে রিয়াং জনজাতিদের স্বার্থে ৮ দফা দাবিসনদ সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। যার মধ্যে রয়েছে রিয়াং জনজাতিদের মাতৃভাষাকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা, ব্রু সংগ্রমার রাজ্য ভিত্তিক পূজার দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা, রিয়াং জনজাতিদের বিশ্রামাগার এবং বালক বালিকাদের হোষ্টেল তৈরি করার প্রকল্পে তিন কোটি সত্তর লক্ষ টাকা গায়েব করার সুষ্ঠ তদন্ত করা করা সহ আট দফা দাবি উপস্থাপন করে। ব্রু সংগ্রমা মথহ এর ৮ দফা দাবিসনদ আলোচনা সভায় উপস্থিত স্থানীয় এম ডি সি সঞ্জীব রিয়াং এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। আজকের এই আলোচনা সভায় রিয়াং জনজাতি অংশের লোকজনেরা ব্যাপক হারে অংশগ্রহন করে।

একবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল ভারতের জন্য কাজ করতে হবে আমাদের : প্রধানমন্ত্রী

শিমলা, ৩১ মে (হি.স.): ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, একবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল ভারতের জন্য কাজ করতে হবে আমাদের। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এমন একটি ভারত যার পরিচয় অভাব নয় আধুনিক হবে। মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশের শিমলার রিজ ময়দানে জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এদিন শিমলায় জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠান থেকেই ১০ কোটির বেশি কৃষককে ২১ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ ট্রান্সফার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'ভারতের জনগণের সামর্থ্যের সামনে কোনও লক্ষ্যই অসম্ভব নয়। বর্তমানে ভারত বিশ্বের দ্রুত এগিয়ে চলা অর্থনীতির মধ্যে একটি। ভারতে এখন রেকর্ড বিদেশী বিনিয়োগ হচ্ছে। ভারতে রেকর্ড পরিমানে রফতানিও করছে।' প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি হয়েছে। ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। আমরা ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে নয়, নতুন ভারত গড়তে কাজ করছি।' প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'পিএম হাউজিং স্কিম হোক, স্কলারশিপ হোক অথবা পেনশন স্কিম, প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা দুর্নীতির সুযোগ কমিয়ে দিয়েছি। যে সমস্যাগুলিকে আগে স্থায়ী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল আমরা সেগুলির স্থায়ী সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

বিলোনীয়ায় বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ মে।। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় 'ওয়ার্ল্ড নো টোব্যাকো ডে' / বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস এবং এই দিনে পাশাপাশি পালিত হয় 'মেন্সোয়াল হাইজিন ডে'। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার জগদীশ নম: এর হাত ধরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

স্বাগত ভাষণ রাখেন টোবাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ডিস্ট্রিক নোডাল অফিসার ডাক্তার অলক দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন চিকিৎসকগন, আশা কর্মী এবং এলাকাবাসীগন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপার্সন বি এম সি নিখিল চন্দ্র গোপ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী এবং আরো অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র নমঃ , ডাক্তার সৌমিক হাজরা (নোডাল অফিসার আর. কে .এস. কে.) ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় বণিক ,ডাঃ সৌরভ দাস ও অন্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সকল বক্তাই তামাক সেবনের অপকারিতার ওপর জোড় দেন এবং বলেন তামাক একটি মানুষকে এবং সেই সাথে সেই মানুষটির পরিবারকে ধংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। শেষ করে দিতে পারে পুরো জীবনকে। তাই সাবধান এই বদ ও সর্বনাশ বিষয়টি থেকে দূরে থাকুন। নিজে সুস্থ থেকে পরিবার পরিজনকে সুস্থ রাখুন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই তামাক বিরোধীতার উপর শপথ গ্রহণ করেন।

শপথ গ্রহণ করান অরিজিৎ দাস কনসালটেন্ট এন.টি.পি.সি.। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে যুবতীদের মধ্যে কুইজ এর আয়োজন করা হয় এবং কুইজ শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় পাঞ্জা প্রতিযোগিতায় তিন—তিনটি স্বর্ণপদক অর্জন দুই অসমকন্যার, একজন গৃহবধূ অপরজন ছাত্রী

গুয়াহাটি, ৩১ মে (হি.স.) : জাতীয় স্তরে ঝলসে উঠলেন অসমের জনৈক গৃহবধূ। তিনি তিনসুকিয়া জেলার ডুমডুমা শহরের গৃহবধূ সন্দীপা পাত্র আগরওয়ালা। গোয়ায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় আর্ম-রেসলিং নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিএআই) আয়োজিত পাঞ্জা প্রতিযোগিতার ৭৮ কেজি শাখায় দু-দুটি ইভেন্টে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। এর সঙ্গে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব পাঞ্জা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র লাভ করেছেন সন্দীপা। ভারতের প্রখ্যাত খেলোয়াড় গ্রেট খলির ছাত্রী পিংকি সিংকে পরাস্ত করে স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন অসম-কন্যা গৃহবধূ সন্দীপা পাত্র আগরওয়ালা। মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠেয় আসিয়ান পাঞ্জা চ্যাম্পিয়নশিপেও অংশগ্রহণ করবেন তিনি। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেও আর্থিক সমস্যার জন্য এগোতে পারছেন না সন্দীপা। অসম সরকারের ক্রীড়া বিভাগের কাছে ফ্রান্সে যাওয়ার সুবিধা করে দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে আরেক অসমকন্যা ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত মরানের মাইনা গগৈও জাতীয় পাঞ্জা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক অর্জন করেছেন। তিনিও গোয়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পাঞ্জা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে এই খ্যাতি লাভ করেছেন। মরানের বটামরা মাউট গ্রামের বাসিন্দা রাজু গগৈয়ে মেয়ে মাইনা গগৈ গত ২০ মে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ৭৮ কেজি-ঊর্ধ শাখায় খেলেছিলেন। মাইনা গগৈ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠেয় আসিয়ান আর্মরেসলিং টুর্নামেন্ট এবং ফ্রান্সে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব পাঞ্জা প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলে হয়ে অংশগ্রহণ করবেন। শীর্ষ প্রতিযোগিতাগুলিতে খ্যাতি অর্জনের জন্য কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন মাইনা। তবে তিনিও আর্থিকভাবে দুর্বল। তাই ছাত্রী মাইনা গগৈ তাঁকে সহায়-সহযোগিতা করতে রাজ্যের বিভিন্ন দল-সংগঠন এবং সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

পাকিস্তানের হয়ে অত্যাচার : ৩ জামাত নেতাকে ফাঁসির সাজা বাংলাদেশে

ঢাকা, ৩১ মে (হি.স.): মুক্তিযুদ্ধের সময় অমানবিক নৃশংস অপরাধের মামলায় আরও তিন রাজাকারের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বাংলাদেশে। মঙ্গলবার বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক এই রায় দিয়েছেন। মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও বিচারপতি মহম্মদ শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই রায় ঘোষণা করে। ট্রাইব্যুনালের অপর সদস্যরা হলেন বিচারপতি আবু আহমেদ জমাদার ও বিচারপতি একেএম হাফিজুল আলম। তদন্ত সংস্থা জানিয়েছে, আসামি মহম্মদ রেজাউল করিম মন্টু ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জামাতে ইসলামি জয়পুরহাট জেলার আমির ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন। ওই সময় থেকেই তিনি জামাতের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিজের বাড়িতে চলে আসেন। এরপরই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেন মন্টু। আসামিদের বিরুদ্ধে সাতজনকে হত্যা-সহ অবৈধভাবে আটক, নির্যাতন, অপহরণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগে সম্পত্তি ধ্বংস করার অভিযোগ আনা হয়। মামলায় তিনজন আসামির মধ্যে দু'জন গ্রেফতার হলেও একজন এখনও পলাতক। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইবুনাল' (আইসিটি) গঠন করে বাংলাদেশ। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা চলছে ওই ট্রাইবুনালে। বিএনপিকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজাকার ও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। তাঁর আমলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকজন কুখ্যাত বর্বর পাকপন্থী জামাত নেতাকে। অভিযানে নিকেশ করা হয়েছে শতাধিক জঙ্গি ও মাদক পাচারকারীকে। সব মিলিয়ে মৌলবাদীদের শিকড় উপড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর হাসিনা।

কল্যাণপুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার উপর মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩১ মে।। হঠাৎ করে কল্যাণপুরে বেজে উঠল সাইরেন। গাছ ভেঙ্গে পরল। আগুন লাগল। ডাক্তার ছুটে এলেন। ছুটে এলেন পুলিশ দমকলকর্মী আরো বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা। হঠাৎ করে শুরু হল কল্যাণপুরে ভূমিকম্প। কল্যাণপুর স্কুলের সামনে ভেঙে পড়ল বড় গাছ। ভূমিকম্পের প্রকোপে পড়ে বেশ কয়েকজন আহত হল কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। না কোন ভূমিকম্প আসেনি এদিন। মঙ্গলবার দুপুরে স্কাউট অ্যান্ড গাইড এবং খোয়াই জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে কল্যাণপুর স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপর এক দিবসীয় মহড়া। এই মহড়ায় কল্যাণপুর খোয়াই তেলিয়ামুড়া থেকে স্কাউট অ্যান্ড গাইড এর ছাত্র ছাত্রীরা অংশ নেয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার মহড়ায় অংশ নেন কল্যাণপুর থানা কল্যাণপুর দমকল কল্যাণপুর বিদ্যুৎ দপ্তর সহ আরও বিভিন্ন লাইন দপ্তরের কর্মকর্তারা। পাশাপাশি চিকিৎসক সেবিকারা অংশ নেন। স্কাউট অ্যান্ড গাইড এর এমন উদ্যোগ কে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। স্কাউট অ্যান্ড গাইড এর পক্ষে অভিজিৎ আচার্য জানান সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার এবং সচেতন করার লক্ষ্যে একদিনের মহড়া অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণপুর স্কুলে। যার মধ্যে ছিল আগুন লাগলে কি করতে হবে ভূমিকম্প হলে কি করতে হবে এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

অবন্তীপোরা এনকাউন্টারে নিকেশ দুই জইশ জঙ্গি, মিলল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ৩১ মে (হি.স.): সন্ত্রাস-দমন অভিযানে ফের সাফল্য কাশ্মীরে। এবার জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরা এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দুই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। অবন্তীপোরার রাজপোরা এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম-ত্রালের বাসিন্দা শাহিদ রাথের ও শোপিয়ানের বাসিন্দা উমর ইউসুফ। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে দু''টি একে-৪৭ রাইফেল ও গোলাবারুদ।

কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পর সোমবার বিকেলের পর থেকে অবন্তীপোরার রাজপোরা এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী।

সারারাত চলতে থাকে অভিযান, এরপর মঙ্গলবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে দুই জঙ্গির। উভয়েই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, আরিপালে শাকিলা নামে এক মহিলা এবং লুরগাম ত্রালের একজন সরকারি কর্মচারী/পিয়ন জাভিদ আহমেদকে হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল সন্ত্রাসী শাহিদ।

বিলোনীয়ায় সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ মে।। পেট্রোপণ্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মূল্যবৃদ্ধি ও দেশব্যাপী বেকারি বৃদ্ধির প্রতিবাদে পাঁচ দফা দাবির সমর্থনে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক মিছিল সংঘটিত হয়। মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয় থেকে ফেস্টুনে সুসজ্জিত শুরু হয়ে মিছিলটি এক নং টিলা, সিনেমা হল কর্নার হয়ে সোজা চলে যায় বিদ্যাপীঠ কর্নার থেকে পুনরায় একনং টিলা এসে শেষ হয়। দীর্ঘ কয়েক বৎসর পর লাল ঝান্ডার ফ্লেগ ফেষ্টুন ময় এক সাড়াজাগানো মিছিল প্রত্যক্ষ করলো বিলোনীয়াবাসী। এদিনের মিছিলে নারী পুরুষ সকল অংশের জনগণের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। মিছিল শেষে এক নং টিলা হয় সভা সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক মন্ডলির সদস্য ত্রিলোকেশ সিনহা কে সভাপতি করে শুরু হয় এদিনের সভার কাজ। সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে সিপিআইএম নেতৃত্বরা বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন পাশাপাশি পেট্রোপন্যে, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, মূল্যবৃদ্বি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এদিনের সভা থেকে তীব্র হুঁশিয়ারি দেন এদিনের সভায় সিপিআইএম নেতৃত্বরা। এদিনের মিছিলে ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক মন্ডলির সদস্য রিপু সাহা সহ, বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

লিচু খাওয়ার কিছু বিশেষ উপকারিতা

বাজারে উঠতে শুরু করেছে লিচু। গ্রীষ্মকালীন এই রসালো ফল খুব কম সময়ের জন্য আসে। স্বাদ ও গন্ধের জন্য লিচু অনেকের কাছেই প্রিয় একটি ফল। শুধু স্বাদই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর এই ফল। নানা রকম অসুখের থেকে আপনাকে দূরে রাখবে লিচু। লিচু খাওয়ার আগে এর উপকারিতাগুলো সম্পর্কেও জেনে নিন-

হাড় ভালো রাখে

লিচুতে থাকে ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ এবং কপার। এসব উপাদান হাড়ের ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লিচু খেলে কমে হাড়ের ভঙ্গুরতা। সেইসঙ্গে হ্রাস পায় অস্টিওপোরোসিস ও ফ্র্যাকচারের সম্ভাবনাও। তাই হাড় ভালো রাখতে লিচুর সময়টাতে খেতে পারেন সুমিষ্ট এই ফল।

কিডনির জন্য উপকারী

কিডনি ভালো রাখতে খাবারের দিকে নজর রাখা জরুরি। লিচুতে পর্যাপ্ত জল এবং পটাসিয়াম থাকার কারণে তা কিডনিতে জমে থাকা দূষিত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে। এই ফল ইউরিক অ্যাসিডের ঘনত্বও কমায়। যে কারণে কমে কিডনির ক্ষতির ঝুঁকি।

ভিটামিন বি সমৃদ্ধ

লিচুতে পাওয়া যায় ভিটামিন সি, কে, ই এবং বি৬। এতে আছে রাইবোফ্লাভিন এবং নিয়াসিনও। গ্রীষ্মে আপনি নিয়মিত লিচু খেলে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন বি৬ এর দশ শতাংশ পাওয়া যায়। এই ভিটামিন সাহায্য করে লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে। সেইসঙ্গে আপনাকে রক্ষা করে প্রদাহজনিত রোগ থেকে।

ব্যথা দূর করে শরীরের বিভিন্ন ধরনের ব্যথা দূর করতে কাজ করে লিচু। শুনতে অবাক করা হলেও এটি সত্যি। লিচু একটি কার্যকরী ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। এটি খেলে কমে প্রদাহ। সেইসঙ্গে এটি টিস্যুর ক্ষতি প্রতিরোধ করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে সুমিষ্ট ফল লিচু। এর অলিগোনল ভাইরাসকে বাড়তে বাধা দেয়। তাই গরমের এই সময়ে নিয়মিত লিচু খেলে বাঁচতে পারবেন সর্দি ও সাধারণ ফ্লু থেকে।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

যারা ওজন কমাতে চান তাদের জন্য কার্যকরী একটি খাবার হতে পারে লিচু। এতে ক্যালোরি থাকে খুব কম। যে কারণে ওজন বাড়ার ভয় থাকে না। আঁশযুক্ত হওয়ার কারণে লিচু খেলে তা দীর্ঘ সময় পেট ভরিয়ে রাখে। নিয়মিত লিচু খেলে হজমশক্তি উন্নত হয়।

হার্ট ভালো রাখে

হার্ট ভালো রাখার পক্ষে সহায়ক একটি ফল হলো লিচু। এতে থাকে অলিগোনল, যা নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করতে সাহায্য করে। আমাদের শরীরে রক্ত চলাচলে সাহায্য করে এই নাইট্রিক অক্সাইড। এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ভাসকুলার ফাংশন উন্নত করে। ফলে হৃদরোগ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত লিচু খেলে হার্টের অসুখের ঝুঁকি কমে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ।

তিন সন্তান নিয়ে আবারও বিয়ে করলেন 'বেবি ডল'র গায়িকা

সানি লিওন অভিনীত "রাগিনী এম এম এস ২" ছবিতে "বেবি ডল" গান গেয়ে রাতারাতি খ্যাতি লাভ করেছিলেন গায়িকা কণিকা কাপুর। গান গাওয়া ছাড়াও ব্যক্তি জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে তিনি আলোচনায় থাকেন। বেশ কয়েক মাস ধরেই তিনি গুঞ্জনের জন্ম দিয়েছেন প্রেম নিয়ে। এবার সব গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে দীর্ঘ দিনের প্রেমিক গৌতমকে বিয়ে করলেন এই গায়িকা। গায়িকা নিজে সামাজিক মাধ্যমে মেহেদি অনুষ্ঠানের কিছু ছবি প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে কিছু ইমোজি জুড়ে দিয়ে গৌতমের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, "হ্যাঁ, তোমাকে অনেক ভালোবাসি।"

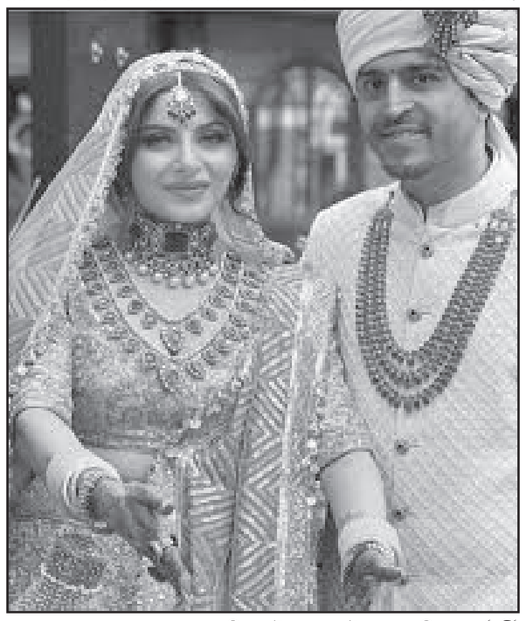

সেসব ছবিতে এই গায়িকাকে গৌতমের সঙ্গে ফুল নিয়ে উল্লাস করতে ও নাচতে দেখা যাচ্ছে। তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ইতোমধ্যেই তাদের বিয়ে পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এটি কণিকার দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে ২০১২ সালে প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় কণিকার। এরপর বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রবাসী ব্যবসায়ী গৌতমের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন কণিকা। কনিকার তিন সন্তান অনন্যা, সামারা আর যুবরাজ। তারাও মায়ের দ্বিতীয় বিয়েতে উপস্থিত ছিল। এদিকে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কনিকা-গৌতমের বিয়ের অনুষ্ঠান হবে লন্ডনে।

যে ১২টি খাবার বাড়িয়ে দেয় আপনার ব্রেনের ক্ষমতা

স্মৃতিশক্তি কমার মতো ঘটনা ঘটতে শুরু করলে আগামী সময়ে ডিমেনশিয়ার বা অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যেমন থাকে, তেমনি নানাবিধ ব্রেন ডিজিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তাই মনে রাখার ক্ষমতা কমার মতো ঘটনা ঘটলে যত শীঘ্র সম্ভব একটা "এম আর আই" করে নিতে ভুলবেন না। সেই সঙ্গে খাওয়া শুরু করতে হবে এই প্রবন্ধে আলোচিত খাবারগুলো। তাহলেই দেখবেন মস্তিষ্ক নিয়ে আর কোনও চিন্তা থাকবে না। এ ক্ষেত্রে দুইটি প্রশ্ন। এম আরই কেন করতে হবে এবং এই লেখায় আলোচিত খাবারগুলো কেন খেতে হবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল ওয়াশিংটন ইউনির্ভাসিটির গবেষকদের করা এক স্টাডিতে দেখা গেছে, "এম আর আই" হল একমাত্র একটি পরীক্ষা, যার সাহায্যে লক্ষণ প্রকাশের অনেক আগে থেকেই জেনে যাওয়া সম্ভব কোনও ধরনের ব্রেন ডিডিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে কি-না। আর এই প্রবন্ধে আলোচিত খাবারগুলো খাওয়া শুরু করলে দেহের ভিতরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যে তার প্রভাবে ব্রেন পাওয়ার বাড়ে চোখে পরার মতো। আর ব্রেন পাওয়ার বাড়লে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া এবং মস্তিষ্কের কোনও রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যে আর থাকে না, তা তো বলাই বাহুল্য! প্রসঙ্গত, যে যে খাবারগুলো খাওয়া শুরু করলে ব্রেনের ক্ষমতা বাড়ে সেগুলো হল-

কফি : ব্রেন পাওয়া বাড়াতে বাস্তবিকই এই পানীয়টি নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। আসলে কফিতে উপস্থিত একাধিক উপকারি উপাদান শরীরে প্রবেশ করার পর মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে এতটাই বাড়িয়ে তোলে যে অ্যালঝাইমারসের মতো রোগ ধারে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পায় না। সেই সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা কমে, শর্ট টার্ম মেমরি জোরদার হয়ে ওঠে এবং পার্কিনসনের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও আর থাকে না। তবে দিনে ২ কাপের বেশি কফি খেতে যাবেন না যেন!

টমাটো : এই সবজিটিতে উপস্থিত ক্যারোটিনয়েড, লাইরোপেন এবং বিটা-ক্যারোটিন শরীরে প্রবেশ করার পর ব্রেনে উপস্থিত টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। ফলে মস্তিষ্কের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা যায় কমে। সেই সঙ্গে ব্রেনের ক্ষমতা এতটা বেড়ে যায় যে স্মৃতিশক্তির উন্নতি তো ঘটেই, সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং মনোযোগ ক্ষমতার উন্নতি ঘটতেও সময় লাগে না।

ব্রকলি : সালফারাফেন নামক একটি উপাদানে ভরপুর এই সবজিটি খাওয়া মাত্র শরীরে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদান বেরিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে ব্রেন সেলের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়।

আখরোট : এতে রয়েছে প্রচুর মাত্রা ভিটামিন, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, কপার, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফাইবার নানাভাবে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে কাজে লাগে। সেই সঙ্গে দেহে উপকারি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও বাড়ায়। ফলে সবদিক থেকে মস্তিষ্কের উপকার হয়।

পালং শাক : পালং শাকে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন কে, ফলেট এবং লুটেইন ব্রেনের কর্মক্ষমতা বাড়াতে দারুন কাজে আসে। ফলে নিয়মিত এই শাকটি খেলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রেন পাওয়ার চোখ পরার মতো বৃদ্ধি পায়।

হলুদ : এই প্রকৃতিক উপাদানটি ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে দারুন কাজে আসে। আসলে হলুদে উপস্থিত বেশি কিছু কার্যকরি উপাদান একদিকে যেমন মস্তিষ্কের ভিতরে প্রদাহ কমায়, তেমনি অন্যদিকে বুদ্ধির বিকাশেও সাহায্য করে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি প্রায় তিন হাজার বছর পুরানো একটি আয়ুর্বেদিক পুঁথির খোঁজ মিলেছে, তাতেও ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে হলুদ কিভাবে কাজে আসে, সে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

অলিভ অয়েল : দক্ষিণ এশিয়ায় সাধারণত রান্না করতে অলিভ ওয়েল ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু যদি করা হয়, তাহলে দারুন উপকার মিলতে পারে। আসলে এই তেলটিতে রয়েছে পলিফনল নামে একটি উপাদান, যা ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে দারুন কাজে আসে। প্রসঙ্গত, একাধিক কেস স্টাডি চলাকালীন বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন পলিফেনল নামক উপাদানটি নার্ভ সেলের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে।

শতমূলী : এই প্রকৃতিক উপাদনটিতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফাইবার এবং এমন কিছু উপাদান, যা শরীরে মস্তিষ্কের উপকারি লাগে এমন বাকটেরিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি করে। সেই সঙ্গে এতে উপস্থিত ফলেট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটারি উপাদানও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাম : এই ফলটিতে উপস্থিতি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ব্রেন সেল যাতে শুকিয়ে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখে। সেই সঙ্গে ব্রেনের ভিতরে প্রদাহ কমানোর মধ্যে দিয়ে নানাবিধ ব্রেন ডিজিজকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, যাদের পরিবারে অ্যালঝাইমারস বা ডিমেনশিয়ার মতো মস্তিষ্কের রোগের ইতিহাস রয়েছে, তারা যদি প্রতিদিন জাম খেতে পারেন, তাহলে দারুন উপকার মেলে।

ইমিউনিটি শক্তিশালী করে এবং অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে

বাড়িতে যদি পোষ্য কুকুর থাকে তাহলে বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছেলেবেলা থেকেই শক্তিশালী হতে শুরু করে এবং অ্যালার্জি প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে ওঠে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাড়িতে পোষ্য থাকলে ছোটো বাচ্চাদের অ্যালার্জি হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৩৩ শতাংশ কম থাকে।

রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে অনুসারে, পোষ্যেরা উচ্চ রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাড়িতে বিড়াল পুষলে মনিবের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৩০ শতাংশ এবং স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৪০ শতাংশ কম থাকে।

হার্ট ভাল রাখে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, হার্ট অ্যাটাকের পেশেন্টরা পোষ্যের সঙ্গে থাকলে তাঁদের আয়ু আরও বেড়ে যায়। এছাড়াও, পোষ্যের মালিকের শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইড এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা অনেকটাই কম থাকে। শারীরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে পোষ্যের সঙ্গে নিয়মিত হাঁটলে বা খেলা করলে রক্তচাপ, কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা অনেকটাই কমতে পারে। তাছাড়া, কুকুর, বিড়ালকে প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটানোর অভ্যাস করালে তাদেরও স্বাস্থ্য ভাল থাকে। হ্যাপি হরমোন বৃদ্ধি করে

কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, পোষ্যের লালন-পালন করলে শরীরে অক্সিটোসিন নামক ফিল-গুড হরমোন বা হ্যাপি হরমোনের মাত্রা অনেকটা বাড়ে এবং স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা অনেকটাই কমে। এর ফলে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, একাকীত্ব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি কমাতে সাহায্য করে। ছোটো বাচ্চাদের বিকাশে সাহায্য করে

বাচ্চাদের সুস্থ-সবলভাবে বড় হওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক মানসিক বিকাশ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর, শিশুদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করে পোষা প্রাণীরা। বিশেষ করে, অঙ্গছঙ্গ রোগী এবং অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের সুস্থভাবে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করে বাড়ির পোষা প্রাণীরা। বিড়াল, কুকুর অথবা গিনিপিগ, যে পোষ্যই হোক না কেন, বাচ্চাদের বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রাণীই দারুণ ভূমিকা পালন করে।

কোন রঙের আঙুর বেশি উপকারী?

গরমের শুরু থেকেই বেড়ে চলেছে তাপের মাত্রা। শীতের আলস্যভরা দিনগুলোর কথা ভুলে এবার আপনাকে নজর দিতে হবে নিজের দিকে। এসময় খাবারে একটু এদিক-সেদিক হলেই ভোগ করতে হবে তার কুফল। বিশেষ করে জল ও ফল খেতে হবে প্রচুর। কারণ এই দুই খাবার আপনাকে জলশূন্যতার হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে।

শরীরে জলর ঘাটতি মেটাতে জলর পরেই প্রয়োজনীয় হলো বিভিন্ন ধরনের ফল।

সেসব ফলের মধ্যে অন্যতম হলো আঙুর। ছোট ছোট এই সুমিষ্ট ফলগুলোর প্রায় পুরোটাই জল। তীব্র গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে সবুজ ও কালো রঙের আঙুর খেয়ে থাকেন অনেকেই। এখন কথা হলো, কোন রঙের আঙুর বেশি উপকারী?

কালো আঙুরে আছে প্রচুর পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন সি। অপরদিকে সবুজ আঙুরে আছে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন সি এবং ভিটামিন কে। দুই রঙের আঙুরই আমাদের শরীরের নানা কাজে লাগে। আবার এই দুই ধরনের আঙুরই সবাই খেতে পছন্দ করেন। এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক এই দুই ধরনের আঙুরের মধ্যে কোনটিকে এগিয়ে রাখা যায়- কালো আঙুরের উপকারিতা

কালো আঙুর খেতে ভালোবাসেন? তবে এর উপকারিতাগুলোও জানুন। এই আঙুরের রয়েছে অনেক গুণ। বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তির জন্য এটি বেশ ভালো। নিয়মিত কালো আঙুর খেলে তা দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে কাজ করে।

কালো আঙুরে আছে পর্যাপ্ত পটাসিয়াম। এটি আমাদের হৃতিণ্ডের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পুষ্টি উপাদান। এছাড়াও এই ফলে থাকে সাইটোকেমিক্যাল। যা আমাদের হার্ট সুস্থ রাখতে বিশেষভাবে কাজ করে। অনেকের ধারণা হতে পারে মিষ্টি স্বাদের বলে ডায়াবেটিস রোগীরা বুঝি এই আঙুর খেতে পারবেন না। আসলে তা নয়। বরং কালো রঙের আঙুর ডায়াবেটিসর রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী। তবে এক্ষেত্রে চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে খেলে সবচেয়ে ভালো।

কালো আঙুরে থাকে ভিটামিন ই। এটি চুল ও ত্বকের জন্য উপকারী। নিয়মিত কালো আঙুর খেলে তা ত্বককে ভেতর থেকে উজ্জ্বল হতে সাহায্য করে।

সবুজ আঙুরের উপকারিতা

হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে কাজ করে সবুজ আঙুর। এতে থাকে ফাইটোকেমিক্যাল যা আমাদের মস্তিষ্কের বার্ধক্যকে প্রভাবিত করে। সবুজ আঙুরে থাকে প্রচুর ফাইবার। এটি ওজন নিয়ন্ত্রণেও কাজ করে।

যারা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন তাদের জন্য উপকারী একটি খাবার হতে পারে সবুজ আঙুর। নিয়মিত এই আঙুর খেলে এটি শরীরে রক্তের অভাব দূর করে, বাড়ায় হিমোগ্লোবিনের মাত্রা। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় আঙুর। আঙুরে থাকা ফাইবার মলত্যাগকে সহজ করে দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কালো এবং সবুজ আঙ্গুরে রঞ্জকের পার্থক্য রয়েছে। কালো আঙুরে অ্যান্থোসায়ানিন থাকে বেশি। দুই রঙের আঙ্গুরই সাহায্য করে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে। উভয় আঙ্গুরই ত্বকের জন্য উপকারী। তবে আপনি যখন সবুজ এবং কালো আঙুরের মধ্যে তুলনা করবেন তখন সবুজ আঙুরের চেয়ে কালো আঙুরই বেশি উপকারী।

মাঙ্কিপক্সে বাচ্চাদের ভয় বেশি

ভারতে এখনও হানা দেয়নি মাঙ্কিপক্স। তবে এখন থেকেই মাঙ্কিপক্স ভাইরাসের সমক্রমণ ঠেকাতে রাজ্যে রাজ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের চিকিতা সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বাচ্চাদের এই ভাইরাল সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি।

পাঁচ বছরের নীচের বাচ্চারাও রয়েছে হাইরিস্ক গ্রুপে। তাই এখন থেকেই সাবধান হতে হবে। আইসিএমআরের বিজ্ঞানী ডা. অর্পণা মুখোপাধ্যায় বলছেন, স্মলপক্স ভ্যাকসিন যারা নেয়নি তাদের ভয় বেশি। তাই শিশুদের আগে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার ববস্থা করতে হবে। স্মলপক্স বা গুটিবস্ত যে ভাইরাস থেকে হয় মাঙ্কিপক্সের ভাইরাসও একই গোত্রের তবে আরও বেশি সংক্রামক। ছড়ায় পশুদের শরীর থেকে। বিশ্বের ২০টি দেশে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপেই আক্রান্ত শতাধিক। ভারতে এখনও ঢোকেনি ঠিকই, কিন্তু এখন থেকেই ভাইরাস প্রতিরোধী ব্যবস্থা রাখতে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। একেই করোনা নিয়ে নাকাল, তার মধে মাঙ্কিপক্স ছড়ালে কী বিপদ হবে সে নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থাও (হু) মাঙ্কিপক্স ভাইরাসকে কাবু করার উপায় ভাবছে। নানারকম ভ্যাকসিন ও ওষুধপত্র নিয়ে গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এক জন অন্য জনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে, বিশেষ করে ত্বকের সংস্পর্শে এলে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বড়দের থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে বাচ্চাদের মধেও। কী কী উপসর্গ দেখা দেবে

আইসিএমআর জানাচ্ছে, মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণ হলে আগে লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাবে। তারপর সারা গায়ে চাকা চাকা র্যাশ বের হবে। সেই সঙ্গেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসবে। যে যে লক্ষণ দেখা দেবে- ধুম জ্বর সারা গায়ে ব্যথা ফুলে উঠবে লসিকা গ্রন্থি সারা গায়ে লাল বড় বড় র্যাশ সংক্রমণ বেশি ছড়ালে ফোস্কার মতো র্যাশ বের হবে ত্বক শুকিয়ে খসখসে হয়ে যাবে, প্রচণ্ড চুলকানি, জ্বালা হবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বছরের পর বছর ধরে ভাইরাস তার চরিত্র বদলায়। মিউটেশন বা জেনেটিক বদল ঘটিয়ে আরও সংক্রামক হয়ে ওঠে। মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণ আগে স্মলপক্সের মতোই ছিল। কিন্তু এখন এই ভাইরাসের চরিত্র বদলে যেতে পারে। হিউম্যান ট্রান্সমিশন বা মানুষের শরীরে সংক্রমণ বাড়ছে। কোভিডের পরে মাঙ্কিপক্স নতুন মহামারী হয়ে আনবে কিনা সে নিয়ে উদ্বেগে হু। সতর্কতা জারি হয়েছে বিশ্বের কয়েকটি দেশে

ফল খেয়ে জল খেলে যেসব ক্ষতি হতে পারে

ফল নিঃসন্দেহে পুষ্টিকর খাবার। বিভিন্ন ধরনের ফল থেকে আমরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাই। মৌসুমভেদে নানা রকম ফলের দেখা মেলে। সেসব ফলের থাকে অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা। ফল খাওয়া যে উপকারী সেকথা তো সবারই জানা। এদিকে সুস্থ থাকার জন্য পর্যাপ্ত জল পানও জরুরি। শরীরে জলর অভাব দেখা দিলে তার হাত ধরে জন্ম নেবে নানা ধরনের অসুখ।

কিন্তু আপনি যদি ফল খাওয়ার পরপরই জল খেয়ে নেন, তখন কী হবে? ফল খাওয়া উপকারী, জল খাওয়াও উপকারী। কিন্তু যখন পারে ফলের ভেতরে ঈষ্ট ও ফ্রুকটোজ থাকে অনেক বেশি। আপনি যদি ফল খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জল খেয়ে নেন তাহলে পেটে অ্যাসিড টাইলিউটেড হয়ে যায়। যে কারণে পেটে একের পর এক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। আর পেটের সমস্যা মানে সমস্ত শরীরেই গোলমাল। তাই ফল খাওয়ার পরপরই জল খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তা বাদ দিন। ডায়াবেটিসের আশঙ্কা বাড়ে আপনি যদি ফল খাওয়ার পরই জল খান তবে আপনার শরীরে জলর পরিমাণে সৃষ্টি হবে অসামাঞ্জস্য। সে কারণেই শরীর পিএইচ স্তরে সমস্যা করে। যে জন্য এই ফলগুলো খাওয়ার পরপরই জল খেলে পেট অল্পতেই অ্যাসিটিক হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় ফল তো আমরা প্রয়োজনীয় পুষ্টির জন্যই খেয়ে থাকি। কিন্তু ফল খাওয়ার পরপরই জল খেলে ফলের পুষ্টিগুণ সবটুকুই নষ্ট হয়ে যায়। যে কারণে শরীরের পাচন ক্রিয়া অত্যন্ত ধীর হয়ে যায়। যার প্রভাব পড়ে পুরো শরীরেই। তাই সঠিক পুষ্টি পেতে ফল খাওয়ার পর জল খাবেন না। ফল খাওয়ার কতক্ষণ পর জল খাবেন?

এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে

আপনি ফল খাওয়ার পরপরই জল খাচ্ছেন, তখন আর এই অভ্যাসকে উপকারী বলা যাচ্ছে না। বরং থেকে যাচ্ছে ক্ষতির আশঙ্কা। এটি কোনো মনগড়া তথ্য নয়, বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞেরই এটাই মত। চলুন জেনে নেওয়া যাক ফল খাওয়ার পরপরই জল খাওয়ার অভ্যাস আপনার কী ক্ষতি করতে পারে- পেটের সমস্যা দেখা দিতে শরীরে বাড়তে থাকবে ইনস্যুলিনের স্তর। আর সেখান থেকেই বাড়তে থাকবে ডায়াবেটিসের আশঙ্কা। তাই ডায়াবেটিসের মতো নীরব ঘাতকের হাত থেকে বাঁচতে চাইলে ফল খাওয়ার পর জল খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। পেট অ্যাসিটিক হয়ে পড়ে এমন অনেক ফল আছে যেগুলোতে জলতরঙ্গ থাকে। আর পারে, ফল ফল খাওয়ার কতক্ষণ পর জল খাওয়া উচিত? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফল খাওয়ার অন্তত আধা ঘণ্টা পরে জল খাওয়া উচিত, এর আগে নয়। যদি আপনি এর আগেই জল খেয়ে নেন তবে শরীর গ্যাস্ট্রিক জ্যুস ও বিপাকজাত উতেচক ডাইলিউটেড হয়ে যায়। যে কারণে শরীর ভীষণ খারাপ লাগতে শুরু করে।

চাদের স্বর্ণখনিতে ভয়াবহ সংঘর্ষে মৃত অন্তত ১০০ শ্রমিক

প্যারিস, ৩১ মে (হি.স.): সোনার বখরা নিয়ে সংঘাত !চাদের স্বর্ণখনিতে ভয়াবহ সংঘর্ষে মৃত অন্তত ১০০ শ্রমিক। আহত কমপক্ষে ৪০। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল দাউদ ইয়াইয়া ব্রাহিম। সূত্রে খবর, ২৩ মে লিবিয়া সীমান্তের কাছে কৌরি বোগৌদিতে ঘটনার সূত্রপাত হয়। জেনারেল দাউদ ইয়াইয়া ব্রাহিম জানান, দুই ব্যক্তির মধ্যে সামান্য তর্কাতর্কি থেকেই ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। শ্রমিকদর মধ্যে ওই সংঘাতে এখনও পর্যন্ত প্রায় একশোজন শ্রমিক নিহত হয়েছে। চল্লিশ জন আহত হয়েছে বলে খবর। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী এনজামেনা থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে মধ্য সাহারার একটি অসম ও কার্যত আইনহীন এলাকা তিবেস্তি পর্বতমালায়। এএফপি-কে ফোনে চাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ঘটনাস্থলে বিশাল সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "এই প্রথমবার নয় যে এই অঞ্চলে সোনার খনি শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আপাতত আমরা সেখানে সমস্ত সোনার খনির কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" সোমবার, এই অঞ্চলের এক বিদ্রোহী গোষ্ঠী, মিলিটারি কমান্ড রেসকিউ কাউন্সিল এক বিবৃতিতে বলেছে যে সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী "গণহত্যা" চালিয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রায় বছর দশেক আগে চাদের তিবেস্তি পর্বতমালায় সোনার খনি পাওয়া যায়। তারপরই চাদ এবং প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে সেখানে বিপুল হারে খনি শ্রমিকদের আগমন ঘটে। ফলে সেখানে শ্রমিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং প্রায়শই পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে ওঠে। ইয়াইয়া ব্রাহিম জানিয়েছেন, এবার মরিটানিয়া ও লিবিয়ার শ্রমিকরা রক্তাক্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। চাদের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান মহামাত নুর ইবেদু এএফপিকে বলেছেন যে লড়াই শুরু হওয়ার পরে সরকার বাহিনী পাঠিয়েছিল, তারাই মানুষের উপর গুলি চালায়।

জিএসটি ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিল কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছে ৬৫৯১ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): রাজ্যগুলির বকেয়া জিএসটি ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দিল কেন্দ্র সরকার। ৩১মে ২০২২ জিএসটি বাবদ রাজ্যগুলির বকেয়া ছিল ৮৬, ৯১২ কোটি টাকা। এবার সবটাই মিটিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থমন্ত্রকের তরফে একথা জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের মিটিয়ে দেওয়া জিএসটি ক্ষতিপূরণে পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছে ৬৫৯১ কোটি টাকা। মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, জিএসটি ক্ষতিপূরণ তহবিলে মাত্র ২৫ হাজার কোটি টাকা ছিল।তা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু বাকি টাকাটা কীভাবে মেটানো হচ্ছে? সূত্রের খবর, সেস আদায় মুলতুবি রাখার কারণে সরকারের ভাঁড়ারে যে অর্থ জমেছে সেটা থেকেই মেটানো হচ্ছে। অর্থমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের যে অর্থ প্রাপ্য ছিল তার সঙ্গেই ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং এপ্রিল-মে এই দুমাসের ক্ষতিপূরণের অর্থ একসঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে ভারতে লাগু হয়েছিল জিএসটি। এনিয়ে নানা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল কেন্দ্রকে। তবে কেন্দ্রের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল এটি লাগু করার জন রাজ্যগুলির রাজস্বের যে ক্ষতি হবে তা পরবর্তী পাঁচ বছরের হিসাবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে মিটিয়ে দেওয়া হবে। সংগৃহিত সেস জমা হচ্ছিল ক্ষতিপূরণের তহবিলে। জিএসটি ক্ষতিপূরণ হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশ-৩১৯৯,অসম-২৩২, ছত্তিশগড়-১৪৩৪, দিল্লি-৮০১২, গোয়া-১২৯১, গুজরাত-৩৩৬৪, হরিয়ানা- ১৩২৫, হিমাচল প্রদেশ- ৮৩৮, ঝাড়খন্ড- ১৩৮৫, কর্ণাটক- ৮৬৩৩, কেরল-৫৬৯৩, মধ্যপ্রদেশ- ৩১২০, মহারাষ্ট্র-১৪১৪৫, পন্ডিচেরি-৫৭৬, পঞ্জাব- ৫৮৯০, রাজস্থান-৯৬৩, তামিলনাড়ু- ৯৬০২, তেলেঙ্গানা- ২৯৬, উত্তরপ্রদেশ-৮৮৭৪, উত্তরাখণ্ড- ১৪৪৯, পশ্চিমবঙ্গ- ৬৫৯১ কোটি টাকা পাচ্ছে।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ডিমা হাসাও জেলাকে পুনর্নির্মাণের জন্য ৫০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৩১ মে (হি.স.) : প্রকৃতির তাণ্ডবে বিধ্বস্ত ডিমা হাসাও জেলাকে পুনর্নির্মাণের জন্য ৫০ কোটি টাকা আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার রাতে জনতা ভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য, রবিবারের ক্যাবিনেট বৈঠকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কবলিত ডিমা হাসাও জেলার জন্য আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সোমবার কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের প্রচার অভিযান শেষ করে গুয়াহাটিতে ফিরে এসে রাতে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠকে ডিমা হাসাও জেলার জন্য ৫০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেন তিনি।

৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৩০ কোটি টাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবিলম্বে নির্মাণের জন্য, ভূমিধস ও বন্যার কবলে পড়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়া ৫৯০টি পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ঘর নির্মাণের জন্য। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ১১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ৫০ কোটি টাকার মধ্যে ২৩ কোটি টাকা আসবে এসডিআরএফ থেকে এবং ২৭ কোটি টাকা আসবে এসওপিডি থেকে, বৈঠকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসী উপদ্রব বেড়েই চলেছে, কুলগামে শিক্ষিকাকে গুলি করে খুন করল জঙ্গিরা

শ্রীনগর, ৩১ মে (হি.স.): কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। এবার দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় শিক্ষিকাকে গুলি করে খুন করল জঙ্গিরা। মঙ্গলবার সকালে কুলগাম জেলার গোপালপোরা এলাকায় একটি হাইস্কুলে শিক্ষিকাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। গুলিবিদ্ধ ও রক্তাক্ত অবস্থায় ওই শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার পর কাশ্মীরে আবারও সন্ত্রাসবাদীরা নিশানা করল হিন্দুদের। নিহত শিক্ষিকাও হিন্দু। জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার বাসিন্দা ওই শিক্ষিকার নাম রজনী। কুলগাম জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

বরেলিতে ক্যান্টার ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে মৃত ৭, শোকস্তব্ধ যোগী আদিত্যনাথ

বরেলি, ৩১ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বরেলিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্যান্টার ট্রাকে ধাক্কা মারল একটি অ্যাম্বুলেন্স। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বরেলির ফতেহগঞ্জ থানা এলাকার ফতেহগঞ্জ পশ্চিম এলাকায়। বরেলির এসএসপি রোহিত সিং সাজওয়ান জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে আসছিল অ্যাম্বুলেন্সটি, একই পরিবারের সদস্যরা ছিলেন ওই অ্যাম্বুলেন্সে, তাঁদের মধ্যে একজন অসুস্থ ছিলেন। এসএসপি জানিয়েছেন, দিল্লি এইমস থেকে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে ফিরছিল অ্যাম্বুলেন্সটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ক্যান্টার ট্রাকে, অ্যাম্বুলেন্সের চালক-সহ ৭ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, অ্যাম্বুলেন্সের চালক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় ২২টি দেহ উদ্ধার, মিলেছে ব্ল্যাক বক্সও

কাঠমান্ডু, ৩১ মে (হি.স.): নেপালে বেসরকারি বিমান সংস্থার বিমান দুর্ঘটনায় উদ্ধার হয়েছে ২২টি। উদ্ধার হয়েছে ওই বিমানের ব্ল্যাক বক্সও। মঙ্গলবার সকালে নেপাল সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছিল ২১টি দেহ, মঙ্গলবার সকালে উদ্ধারকাজ চালানোর কিছু পর উদ্ধার হয় আরও একটি দেহ। সবমিলিয়ে ওই বিমানে থাকা মোট ২২ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ব্ল্যাক বক্সও উদ্ধার হয়েছে এবং সেটি বেস স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নেপাল সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ১০টি দেহ খাবাং-মুস্তাঙ বেস স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গত রবিবার সকালে পোখরা থেকে জমসম যাওয়ার পথে বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত একটি বিমান ২২ জন যাত্রীকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ ২২ জন যাত্রীর মধ্যে ৪ জন ভারতীয়। নিখোঁজ হওয়ার আগে শেষবার বিমানটিকে দেখা গিয়েছিল নেপালের মুস্তাংয়ের জমসমের আকাশেই। তবে সেখানে অবতরণ করার আগেই বিমানটি ধবলগিরি পাহাড়ের দিকে ঘুরে যায়। তার পর আর বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। রবিবার মুস্তাংয়ে উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ার কিছু পরেই বন্ধ করে দিতে হয়, আচমকা আবহাওয়ার অবনতি হওয়ায় এবং তুষারপাত শুরু হওয়ায় তল্লাশির জন্য পাঠানো হেলিকপ্টার ফিরিয়ে নিয়ে বাধ্য হয় নেপাল প্রশাসন। এরপর সোমবার সকাল হতেই আবার উদ্ধার কাজে নামে নেপাল সেনা। বিমানের ধ্বংসাবশেষটি মুস্তাংয়ে থাসাং টু-এর সানোসওয়ারে দেখা যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ২১টি দেহ উদ্ধার হয়েছিল, নিখোঁজ ছিলেন একজন। মঙ্গলবার শেষ দেহও উদ্ধার হয়েছে।

হার্দিক প্যাটেল এবার যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): কংগ্রেস-ত্যাগ করার পর খুব বেশি দিন হয়নি, এবার বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন গুজরাটের পাতিদার আন্দোলনের নেতা হার্দিক প্যাটেল। মঙ্গলবার হার্দিক প্যাটেলের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী ২ জুন বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন হার্দিক প্যাটেল। বিজেপি সূত্রেও জানা গিয়েছে, আগামী ২ জুন গুজরাট বিজেপির রাজ্য সভাপতি সি আর পটিলের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন হার্দিক প্যাটেল। কিছু দিন আগেই কংগ্রেস ছাড়েন হার্দিক প্যাটেল, সেই দিন থেকেই গুজব চলছিল বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। মঙ্গলবার সেই জল্পনাই সত্যি হল। গুজরাট বিজেপির মুখপাত্র জগনেশ দাভে জানিয়েছেন, আগামী ২ জুন বিজেপিতে যোগ দেবেন হার্দিক প্যাটেল।

কিছুটা কমলেও ২-হাজারের ঊর্ধ্বেই সংক্রমণ, ভারতে সুস্থতার হার ৯৮.৭৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): কোভিড-আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা ফের কমল ভারতে, দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও কমছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৩৩৮ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ০.৬৪ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৭,৮৮৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১৮৫ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৪ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ০৬৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৩,৪৫,১৯,৮০৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৬৬০ জন (১.২২ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২,১৩৪ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৬,১৫,৫৭৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৪ শতাংশ।

ভারতে ১৯৩.৪৫-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, একদিনে টিকা পেলেন ১৩ লক্ষাধিক প্রাপক

নয়াদিল্লি, ৩১ মে হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় নতুন মাইলফলকে পৌঁছল ভারত, দেশে ১৯৩.৪৫-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ০৬৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৩,৪৫,১৯,৮০৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ মে সারা দিনে ভারতে ৩,৬৩,৮৮৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,০৪,৪১,২৯২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৩,৬৩,৮৮৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৩৩৮ জন।

৮০ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত প্যান্থার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ভীম সিং

জম্মু, ৩১ মে (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন ন্যাশনাল প্যান্থার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবীণ নেতা অধ্যাপক ভীম সিং। মঙ্গলবার সকালে জম্মুতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মঙ্গলবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ ভীম সিংকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবার সূত্রের খবর, বিগত কয়েকমাস ধরে অসুস্থ ছিলেন ন্যাশনাল প্যান্থার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবীণ নেতা অধ্যাপক ভীম সিং।

ন্যাশনাল প্যান্থার্স পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ভীম সিংয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র সিং রানা। টুইট বার্তায় রানা জানিয়েছেন, 'অধ্যাপক ভীম সিংজি-র প্রয়জনে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর, যিনি সর্বদা সকল ক্ষেত্রে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের জন্য সরব হয়েছিলেন। রামনগরের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা একজন নেতা নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলেছিলেন।'

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে রামনগর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন ভীম সিং, ১৯৮২ সালে স্ত্রী জয় মালার সঙ্গে প্যান্থার্স পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ভীম সিং দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে ২০১২ সাল পর্যন্ত পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন, এরপর তাঁর ভাইপো হর্ষ দেব চেয়ারম্যান হন।

ইডি-র তলবে সাড়া, শ্রীনগরের দফতরে হাজিরা দিলেন ফারুক আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ৩১ মে (হি.স.): এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তলবে সাড়া দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ। তবে, দিল্লির পরিবর্তে ইডি-র শ্রীনগরের দফতরে মঙ্গলবার হাজিরা দিয়েছেন ফারুক আব্দুল্লাহ। কিছু দিন আগে ফারুক আব্দুল্লাহকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি, তাঁকে ৩১ মে দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু, মঙ্গলবার শ্রীনগরের দফতরে হাজিরা দিয়েছেন তিনি। অর্থ তছরুপ মামলায় ফারুক আব্দুল্লাহকে তলব করেছে ইডি। জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে (জেকেসিএ) ১১৩ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে সম্পর্কিত এই মামলাটি, সেই সময় অর্থাৎ ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ফারুক আবদুল্লাহ জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

আমরা দুর্নীতি করিও না, প্রশ্রয়ও দিই না : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): আমরা দুর্নীতি করিও না, দুর্নীতিকে প্রশ্রয়ও দিই না। দাবি করে বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমি নিজে বিষয়টি স্টাডি করেছি (সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করেছে ইডি), পুরোপুরি মিথ্যে।' উল্লেখ্য, বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র নেতা সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে বেআইনি ভাবে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে সত্যেন্দ্রর বাড়ি এবং দফতরে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ইডি। তাঁর স্ত্রী ইন্দু এবং কয়েক জন আত্মীয়ের নামে থাকা ৪ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতারির নিন্দা করে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমরা দুর্নীতি করিও না, দুর্নীতিকে প্রশ্রয়ও দিই ন। আমাদের সরকার অত্যন্ত সৎ। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে। বিচারব্যবস্থার ওপর আমাদের আস্থা রয়েছে।'

ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞা, তেল বিক্রিতে রাশিয়ার ভরসা ভারত-চিন

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.) : ইউক্রেনে হামলা চালানোর কারণে এবার রাশিয়ার জাহাজে থাকা তেলের উপরেও নিষেধাজ্ঞা চাপাতে চলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এমনটা হলে তেল বিক্রি করার জন্য ভারত এবং চিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ভ্লাদিমির পুতিনকে।

ইউক্রেনে হামলা চালানোর কারণে ইতিমধ্যেই প্রচুর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে রাশিয়ার উপর। যার মধ্যে অন্যতম হল ইউরোপের দেশগুলিতে অপরিশোধিত তেলের রফতানি। এবার রাশিয়ার জাহাজে থাকা তেলের উপরেও নিষেধাজ্ঞা চাপাতে চলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। জানা গিয়েছে, রাশিয়া থেকে আমদানি করা তেলের দুই-তৃতীয়াংশের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাতে সহমত হয়েছে ইউরোপীয় দেশগুলি। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রায় সাতাত্তর হাজার কোটি টাকার লোকসান হবে রুশ প্রশাসনের। প্রসঙ্গত, ইউরোপীয় দেশগুলিতে খুবই প্রচলিত রুশ তেল। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকায় নতুন বাজারের সন্ধান করতে হবে রাশিয়াকে।

এশিয়ার দেশগুলিতে রুশ তেল শোধন করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। তাই শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে তেলের চাহিদা থাকলেও শোধনাগার না থাকায় রুশ তেল কিনবে না তারা। এই অবস্থায় ভারত এবং চিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ভ্লাদিমির পুতিনকে। কারন ভারত এবং চিনের কাছে অপরিশোধিত রুশ তেল শোধন করার উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে। সেই কারণেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রুশ তেল কিনতে আগ্রহী হবে ভারত। ভারতকে কম দামে তেল বিক্রি করতে পারে রাশিয়া, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, খুব বেশি তেল কিনতে পারবে না ভারত এবং চিন। চাহিদা পূরণ হয়ে গেলে আর তেল কেনার প্রয়োজন পড়বে না এই দুই দেশের। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে রুশ তেল আমদানি করার ক্ষেত্রে রেকর্ড গড়েছে এই দুই দেশ। ইউরোপীয় দেশগুলি রুশ তেল আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর ফলেই কম দামে বিপুল পরিমাণে তেল কিনেছে ভারত এবং চিন।

রাজ্যসভা নির্বাচন : নির্মলা থেকে রাজীব শুক্লা, মনোনয়ন জমা দিলেন হেভিওয়েটরা

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন একাধিক হেভিওয়েটরা। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। রাজস্থান থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন সুভাষ চন্দ্র।

সুভাষ চন্দ্রকে প্রার্থী করায় তোপ দেগেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। গেহলট বলেছেন, 'রাজস্থান থেকে আমাদের তিনজন প্রার্থীই জিতবেন। বিজেপি সুভাষ চন্দ্রকে প্রার্থী করেছে। তাঁরা জানে নিজেদের কাছে পর্যাপ্ত ভোট নেই, তাঁরা ঘোড়া কেনাবেচা করবে এবং রাজ্যের বাতাবরণ নষ্ট করবে।'

রাজস্থান থেকে এদিন কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন রণদীপ সিং সুরেজওয়ালা, মুকুল ওয়াসনিক ও প্রমোদ তিওয়ারি। ছত্তিশগড় থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাজীব শুক্লা। এদিন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের উপস্থিতিতে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন রাজীব শুক্লা।

ঘুরে দাঁড়িয়েও ফের পতন শেয়ার বাজারে

মুম্বাই, ৩১ মে (হি. স.) : সোমবার উত্থানের পরই মঙ্গলবার পতন জারি বাজারে। ঘুরে দাঁড়িয়েও নামতে বাধ্য হল নিফটি, সেনসেক্স। বিশ্ববাজারের তেজের প্রভাবও গায়ে লাগল না ভারতীয় শেয়ার মার্কেটের। প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি ফের মন্দার দিকেই ঝুঁকছে বাজার?

মঙ্গলবার মুনাফা বুকিং চলছে বাজারে। সোমবার বাজারে অপ্রত্যাশিত গতির সাক্ষী থেকেছিল বিনিয়োগকারীরা। তাই মঙ্গলবার আর ঝুঁকি নিচ্ছেন না কেউ। বাজার ১৬৬০০ অতিক্রম করায় আজই 'প্রফিট বুক' করেছেন অনেকেই। সেই কারণে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বদল হয় নিফটি, সেনসেক্সের সূচকে। মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৩০০ পয়েন্ট পড়েছে। সেখানে নিফটি ৮২ পয়েন্ট কমে ব্যবসা শুরু করেছে।

শেয়ারবাজারে মঙ্গলবার সেনসেক্স ৩০৩ পয়েন্ট বা ০.৫৪ শতাংশের পতন সহ ৫৫,৬২২ তে ও নিফটি ৮২ পয়েন্ট বা ০.৫০ শতাংশের পতনের সাথে ১৬,৫৭৮ এ খোলে। এদিন শেয়ারবাজারে পতনের সময় ব্যাঙ্কিং, আইটি, এফএমসিজি, ফার্মার মতো শেয়ারে পতন দেখা যায়। অন্যদিকে অটো, এনার্জি, রিয়েল এস্টেটের মতো খাতে সামান্য বৃদ্ধি হয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ি থেকে প্রচুর গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। মঙ্গলবার খোয়াই থানা এলাকার বাইজালবাড়ি এসি পাড়া এলাকায় একটি গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনীর জওয়ানরা।

জানা গেছে, পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনীর জওয়ানরা নিয়মমাফিক যানবাহন তল্লাশি চালাচ্ছিল। সন্দেহজনকভাবে গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাজার হদিশ পাওয়া গেছে। গাড়ি থেকে বড় ৭ প্যাকেট এবং ছোট ৫০ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গ্যাস সিলেন্ডার বোঝাই গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের সংবাদ পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ। চালকের বাড়ি পানিসাগর এলাকায় বলে জানা গেছে।

গাঁজাসহ আটক গ্যাস সিলিন্ডার বোঝায় গাড়িটি সেখান থেকে খোয়াই থানায় নিয়ে আসা হয়। এ ব্যাপারে এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। জানা গেছে, গাঁজা গুলি আগরতলা থেকে গ্যাস সিলিন্ডারের নিচে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। পুলিশ নিয়মমাফিক তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহবশত গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে এই সাফল্য পেয়েছে।

এদিকে, আটক গাড়িচালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই গাঁজা পাচার কাণ্ডের মূল পাণ্ডাকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্য থেকে নানা কৌশলে গাজা বহি:রাজ্যে পাচার অব্যাহত রয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ইতিপূর্বে পেট্রোল-ডিজেল বোঝাই গাড়ি থেকেও গাজা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। পাচারকারীরা নতুন নতুন কৌশলে গাজা পাচারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মঙ্গলবার গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ি থেকে গাজা উদ্ধারের ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করছে। পুলিশ জানিয়েছে, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চারঘরিয়া এলাকায় প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার বড় কাঁঠালের চারঘরিয়া এলাকায় এক প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, হেজামারা ব্লকের বিডিও , টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এদিকে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবিরে এস সি,এস টি,ওবিসি,পিআরটিসি সহ বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া জমির অ্যালটমেন্ট সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে সেই সব বিষয়ের আবেদনপত্র প্রশাসনিক শিবিরে সংগ্রহ করা হয়। এদিনের প্রশাসনিক শিবিরে টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের তরফ থেকে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে জনজাতি অংশের ব্যাপক অংশের জনগণ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে রোগীদের পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ঔষধ পত্র বিতরণ করা হয়। টিএসআর বাহিনীর সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় বলে বাহিনীর তরফ থেকে জানানো হয়। আগামী দিনেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে টিএসআর বাহিনী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে। এদিকে মোহনপুর মহাকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয় রাজ্য সরকার মানুষের হাতের কাছে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বড় কাঁঠাল এলাকার চাগড়িয়ায় প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা আরো জানান প্রশাসন শুধুমাত্র অফিসের ভিতরে তাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখতে চায়না। প্রশাসনিক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা যাতে প্রতিটি এলাকায় পৌঁছে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান প্রশাসন কাজ করে চলেছে। প্রশাসনিক শিবিরে যেসব সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য আবেদন পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে সেইসব সার্টিফিকেট আগামী দশ বারো দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। এদিনের প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবিরের জনজাতি অংশের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। আগামী দিনেও ব্লগ এলাকার বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা হবে বলে মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। উদয়পুরের মহারানী এলাকায় কাঁঠাল গাছ থেকে নিচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম জগদীস দাস।

জানা গেছে, সোমবার ওই ব্যক্তি নিজের বাড়িতেই কাঠাল গাছে ওঠেন কাঠাল পাড়ার জন্য। তখনই তিনি কাঁঠাল গাছ থেকে নিচে পড়ে যান। কাঁঠাল গাছ থেকে নিচে পড়ে যাওয়ায় তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় তাকে গোমতী জেলা হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই পরিবার পরিজন এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। রাজধানীর আমতলী এলাকায় বাস গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর ভাবে আহত এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম সন্তোষ চন্দ্র সরকার।

পরিবার সূত্রে খবর, সন্তোষ সরকার এইদিন সকালে বাড়ির অদূরে সেলুনে যান। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসার সময় একটি বাস গাড়ি সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর ভাবে আহত হন সন্তোষ চন্দ্র সরকার।

বেতন পাচ্ছেন না জিবিপি হাসপাতালে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না জিবিপি হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা। বেতনের দাবিতে আজ এসআইএস কোম্পানির ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন কর্মীরা। তবে বকেয়া টাকা বুধবার সকালে মিটিয়ে দেওয়া বলে বলে আশ্বাস পাওয়ার পর ঘেরাও মুক্ত করা হয়েছে ম্যানেজারকে।

বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের অভিযোগ, এসআইএস কোম্পানীর অপারেশন ম্যানেজার রাজেশ কুমার শর্মার কাছে টাকা চাইতে গেলে তাদের চাকুরিচ্যুতির হুমকী দেওয়া হয়েছে। ইনচার্জের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট সকলে। বকেয়া টাকা চাইলে কোম্পানী দিনের পর দিন ঘোরাচ্ছে বলে জানিয়েছেন তারা। বেতন না পেলে আন্দোলনে নামার ঘোষণাও দেন তারা।

এদিকে, কোম্পানীর অপারেশন ইনসপেক্টার রনবীর কুমার রায় জানান, কোনো ঘেরাও করা হয়নি। তিনি সমস্ত ঘটনা চেপে গিয়ে বলেন, কর্মীদের মধ্যে কিছু অসন্তোষ ছিল। তা আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান হয়ে গেছে। এক মাসের টাকা বকেয়া আছে। বুধবার সকলের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।তিনি বলেন, কিছু সমস্যার জন্য এই বেতন দিতে দেরী হয়েছে। তবে প্রতিমাসে নিয়মিত বেতন দেওয়া হচ্ছে। এমনই দাবি কোম্পানির আধিকারিকদের। বুধবারের মধ্যে বকেয়া বেতন না দেওয়া হলে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন।

কল্যাণপুরে এক রাতে দুই বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। কল্যাণপুর থানা এলাকার ঘিলাতলী ঘাট এলাকায় গতকাল রাতে দুটি বাড়িতে পরপর দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের লোকজন রা ঘুম থেকে উঠে লক্ষ করেন ঘরের দরজা খোলা। তখনই তাদের চৈতন্য হয়। তারা লক্ষ্য করেন ঘর থেকে সোনা গয়না নগদ টাকা পয়সাও মোবাইল ফোন চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি কল্যাণপুর থানার পুলিশকে জানানো হয়।

লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘিলাতলী ঘাট এলাকায় ছুটে যায়।যে দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই বাড়ি গুলিতে তদন্ত চালায় পুলিশ। তবে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরদের কোন হদিস পায়নি পুলিশ। ঘিলাতলী ঘাট এলাকায় চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে কল্যাণপুর থানা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

এসিড পান করে মহিলা আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। টাকারজলায় এসিড পান করে মৃত্যু হয়েছে এক জনজাতি মহিলার। তাঁর নাম সম্পত্তি দেববর্মা।

জানা গেছে, সোমবার নিজ বাড়িতে এসিড পান করেন ওই মহিলা। রাবার শিট তৈরি করার জন্য বাড়িতে এসিড মজুত রাখা হয়েছিল বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। ঘরে মজুত রাখা ওই এসিড পান করে ওই মহিলা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের।

এসিড পান করার বিষয়টি নজরে আসতেই পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে তাকে টাকারজলা হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় টাকারজলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।কি কারণে ওই মহিলা এসিড পান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে বিষয়ে পরিবারের তরফ থেকে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

তবে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে ওই মহিলা এসিড পান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। টাকারজলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এসিড পান করে মহিলার আত্মহত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নাবালিকার

● আটের পাতার পর

যেহেতু নাবালিকা মেয়ে ক্রেশারে কাজ করতে গিয়ে জলে ডুবে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সেক্ষেত্রে নাবালিকাকে কিভাবে ক্রেশার কর্তৃপক্ষ কাজে রাখে, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বর্তমানে মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। বুধবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বড় ভাই

● প্রথম পাতার পর

খুনকান্ডের সাথে জরিত সলেন্দ্র রিয়াং এর খোঁজে নামে শান্তির বাজার থানার ওসি বিশ্বজিৎ দের্বমা, এস আই সঞ্জয় দের্বমা ও প্রফেশনাল এস আই সুজিত সরকার। অবশেষে ওসি বিশ্বজিৎ দের্বমার নেতৃত্বে ৩০ তারিখ অর্থাৎ সোমবার খুনকান্ডের সাথে জরিত আভিযুক্ত সলেন্দ্র রিয়াংকে দাবানদাই পাড়া এডিসি ভিলেজ থেকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষমহয়। অভিযোগের এক দিনের মধ্যে সাফল্য অর্জন করে শান্তির বাজার থানার ওসি বিশ্বজিৎ দের্বমা। তিনি এই খুনকান্ডের বিবরন সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলেধরতেগিয়ে জানান এই খুনকান্ডে শান্তির বাজার থানায় ১৩ নং কেইসে আন্ডার সেকশান ৪৫৭/৩০২ আই পি সি এক্টে মামলা গ্রহন করাহয়। খুনকান্ডের সাথে জরিত অভিযুক্ত সলেন্দ্র রিয়াংকে আজ বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরন কারহবে ও পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন করাহবে।

মঙ্গলবার এনএসইউআইয়ের পক্ষ থেকে ল এন্ট্রান্স পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবীতে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন দেয়া হয়। ছবি নিজস্ব।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার

● প্রথম পাতার পর

সরকার শুরু থেকেই দেশের গরিবদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। গরিবদের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিটি দেশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে দেশের ৩ কোটির অধিক গরিব পরিবারে পাকা ঘর রয়েছে। ৫০ কোটি গরিব লোকের কাছে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা করার সুযোগ রয়েছে। ২৫ কোটি গরিব লোকের ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বীমা রয়েছে এবং ৪৫ কোটি গরিব মানুষের জনধন অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের গ্রামা'লে ৬ কোটি পরিবারকে 'নল সে জল' প্রকল্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। দেশের ৭০ শতাংশ মহিলা প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা লোন পেয়েছেন। মুদ্রা লোন নিয়ে দেশের কোটি কোটি যুবক যুবতীরা আজ স্বরোজগারী হচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা সময় দেশে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি হতো। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নতুন এবং আত্মনির্ভর ভারত তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা প্রয়াস মন্ত্রে দেশের সমস্ত গরিব পরিবারে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল ১০০ শতাংশ পৌঁছানোই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আধুনিক ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে। দেশকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ডিজিটাল পরিকাঠামোযুক্ত দেশ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ৮ বছর পূর্বে দেশ কি অবস্থায় ছিল এবং বর্তমানে কি অবস্থায় পৌঁছেছে তা দেশবাসীকে উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, নতুন ভারত নির্মাণে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের যে সকল কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি চালু করা হয়েছে সেগুলির সুবিধাভোগীদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি ভৌমিক বলেন, দেশের গরীব, যুব, শ্রমিক, মহিলা, ক'ষকদের জন্য কাজ করছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। বিগত সরকারের সময়ে উত্তর পূর্বা'লের উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা ও মানসিকতা ছিল না। কিন্তু ২০১৪ সালের পর নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এই অ'লকে নিউ ই'িনে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটা মন্ত্রকের উন্নয়নমূলক যোজনার বরাদ্দ অর্থের ১০ শতাংশ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ করা হয়। তিনি আরও বলেন, পিএম কিষাণ প্রকল্পে গত ১০টি কিস্তিতে রাজ্যের ২,৩২,০০০টি ক'ষক পরিবারকে ৪৩০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। উজ্জলা যোজনায় রাজ্যের ২ লক্ষ ৭২ হাজার মহিলাকে বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ, ১ লক্ষ ৫৪ হাজার পরিবারকে স্বচ্ছ ভারত মিশনে শৌচালয় করে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ ও শহর) রাজ্যের জন্য ২,৯৯,৮৭৪টি আবাস বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৪৭ ঘরের কাজ শেষ হয়েছে। তাছাড়াও ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়, জলজীবন মিশন, প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা, পিএম মুদ্রা যোজনা, জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনায় রাজ্যবাসী উপক'ত হচ্ছেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, খাদ্য, ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক ও জনসংভরণ মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, রাজ্য সরকারের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী, সচিব তাপস রায় সহ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

উদয়পুর : এদিকে, আজ গোমতী জেলার উদয়পুর রাজর্ষি হলে সকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে গরিব কল্যাণ সম্মেলন। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিমলা থেকে ভার্চয়ালি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, সহকারি সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার প্রমুখ। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে গোমতী জিলা পরিষদের সদস্য ও সদস্যাগণ, বিভিন্ন ব্লকের চেয়ারম্যানগণ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে ক'ষিমন্ত্রী জেলার বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময়ে অংশ নেন।

বিলোনীয়া : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে আজ হিমাচল প্রদেশের সিমলা থেকে গরিব কল্যাণ সম্মেলন সরাসরি সম্পচারিত হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী দেশকে আত্মনির্ভর করে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াসকে সফল করে তুলতে তিনি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, জেলাশাসক সাজ ভাহিদ এ, বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলার ত্রিস্তরীয় প'ায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ, জেলার বিভিন্ন এলাকার সুবিধাভোগীগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

বিশ্রামগঞ্জ: সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগ' কমিউনিটি হলে আজ হিমাচল প্রদেশের সিমলা থেকে গরিব কল্যাণ সম্মেলন সরাসরি সম্পচারিত হয়েছে। জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, জেলাশাসক ও সমাহর্তা বিশ্বশ্রী বি, ত্রিস্তরীয় প'ায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ, জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ ও জেলাস্তরের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

খোয়াই : খোয়াই টাউনহলে আজ হিমাচল প্রদেশের সিমলা থেকে গরিব কল্যাণ সম্মেলন সরাসরি সম্পচারিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় কারামন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ নেত'ত্বে দেশ আজ আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে।

রাজ্য সরকারও জনকল্যাণে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সহকারি সভাধিপতি হরিশংকর পাল, বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, খোয়াই পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথশর্মা, ভাইস চেয়ারপার্সন নিবাস সাহা, তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ, খোয়াই প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস কান্তি দাস, জেলাশাসক এলটি দার্লং, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুশান্ত সরকার, মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস প্রমুখ। তাছাড়া ত্রিস্তর প'ায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ, জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহর : ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আজ হিমাচল প্রদেশের সিমলা থেকে গরিব কল্যাণ সম্মেলন সরাসরি সম্পচারিত হয়েছে। জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে, গৌরনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান নারান সিংহ, চণ্ডিপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান লাকি পাল, জেলাশাসক উত্তম চাকমা, মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার সহ জেলা ও মহকুমাস্তরের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে ত্রিস্তর প'ায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের ৫০০ জন সুবিধাভোগী উপস্থিত ছিলেন।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খবর শুনে অনেকেই ঘটনাস্থলে ভীড় জমিয়েছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, মৃতদেহ যেখানে উদ্ধার হয়েছে সেখানে গাছে একটি তার বাঁধা অবস্থায় ছিল। আবার সেই তারটি কাটাও ছিল। তাতে, তাদের সন্দেহ এটি হত্যার ঘটনা হতে পারে। অন্যদিকে, মৃতদেহ উদ্ধারের খবর শুনে এক মহিলা ঘটনাস্থলে আসেন। গত মঙ্গলবার তাঁর স্বামী নিখোঁজ হয়েছেন। তবে মৃতদেহটি আরো পুরনো বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশের কথায়, মৃতদেহ আরো পুরনো হওয়ায় মহিলা ফিরে গেছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খেলাধুলা

হরিয়ানায় খেলো ইন্ডিয়ায় লক্ষ্যে ত্রিপুরা দলের প্রথম গ্রুপের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। হরিয়ানার পাঞ্চকুলায় অনুষ্ঠেয় চতুর্থ খেলো ইন্ডিয়া যুব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৪-১৩ই জুন হবে আসর। তাতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মঙ্গলবার কলকাতা গেলো ১৩ সদস্যের ত্রিপুরার যোগা দল। এদিন কলকাতায় থেকে বুধবার বিকেলের ট্রেণে দেশের রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে খেলোয়াড়রা। দিল্লি পৌঁছেই সেখান থেকে চন্ডীগড়ের ট্রেণে চড়বেন যোগা খেলোয়াড়রা। চন্ডীগড় থেকেই উদ্যোক্তারা ত্রিপুরার খেলোয়াড়দের নিয়ে যাবেন পঞ্চকুলা স্টেডিয়ামে। ওই স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হবে আসর। এবারই প্রথম খেলো ইন্ডিয়া আসরে অন্তভুক্ত হলো যোগা প্রতিযোগিতা। আত্মপ্রকাশেই অংশ নিয়ে চমক দিতে প্রস্তুত ত্রিপুরার যোগারুরা। এদিন সকালে রাজ্য ছাড়ার আগে রাজ্যদলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য করা গেছে।

খেলোয়াড়দের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাতে এদিন সকালে এন এস আর সি সিতে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী, ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার দিব্যেন্দু দত্ত সহ বিভিন্ন ইভেন্টের কোচ-রা। ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে প্রায় ১ মাস ধরে এন এস আর সি সি-র যোগা হলে ৪ কোচের তত্বাবধানে চলছিলো ত্রিপুরা দলের বিশেষ অনুশীলন। ওই ৪ কোচ হলেন অমল ভট্টাচার্য, সুভাষ চক্রবর্তী, নন্দীতা বনিক এবং শম্ভু চক্রবর্তী। এবারের আসর থেকে ৩ টি স্বর্ণপদক জয় নিশ্চিত মনে করেন ত্রিপুরার কোচ অমল ভট্টাচার্য। এক সাক্ষাৎকারে অমল বলেন,'বড় কোনও অঘটন না ঘটলে প্রথম বার খেলো ইন্ডিয়া আসরে অংশ নিয়েই স্বর্ণ পদক জয় করতে পারে সৌম্যপ্রীয় দেব, রিমা বেগম এবং পূজা সাহা। ৩ টি স্বর্ণ ছাড়াও আমরা বেশ কয়েকটি পদক পাবো প্রত্যাশা রয়েছে'। আসরে অংশ নেওয়া ত্রিপুরার বাকি ৭ খেলোয়াড়রা হলো: সুপ্রিয়া দেবনাথ, তন্ময় দাস, বিজয় পাল, জিৎ সাহা,রাহেন আলম, প্রতীক মজুমদার এবং সৌম্যদীপ দেবনাথ। কলকাতায় এদিন ত্রিপুরা ভবনে থাকেন রাজ্যের খেলোয়াড়রা। আসরে ত্রিপুরার চীফ ডি মিশন হয়েছেন উপ অধিকর্তা বিপ্লব কুমার দত্ত।

লংতরাই ভ্যালিতে ক্রিকেট : বৃষ্টিতে ঐকতান - শান্তিনিকেতনের ম্যাচ পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। বৃষ্টিতে আরও একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দুই দলই পেয়েছে পয়েন্টের ভাগ। লংতরাই ভ্যালিতে সিনিয়র লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকেই এগুচ্ছিল টুর্নামেন্ট। কোনদিন পরিত্যক্ত, কোনদিন পুরো ম্যাচ - এভাবেই টুর্নামেন্ট শেষ করতে হচ্ছে। মঙ্গলবার খেলা ছিল ঐকতান ক্লাব বনাম শান্তিনিকেতন সংঘের মধ্যে। ঐকতান পুরো ইনিংস খেলতে পারলেও শান্তিনিকেতনের চার ওভার খেলা হতে না হতেই ম্যাচ চলে যায় বৃষ্টির দখলে। পরবর্তী সময়ে বৃষ্টি থামলেও পুনরায় খেলা শুরু করার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই দু'দলই ২-২ করে পয়েন্ট পেয়েছে। সকালে ছৈল্যাংটায় ঘাগড়াছড়া হাই স্কুল গ্রাউন্ডে খেলা শুরুতে টস জিতে ঐকতান ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩.২ ওভার খেলে ঐকতান ক্লাব সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮৫ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ওপেনার সুরজিৎ সরকার সর্বাধিক ৯৭ রান পায়। ৬৫ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও নয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯৭ পর্যন্ত পৌঁছে তিনের জন্য সেঞ্চুরির আফসোস থেকে যায় সুরজিৎ-এর। এছাড়া, রাজীব দাসের ২৯ এবং এজাজ আহমেদের ২২ রান উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতন সংঘের বোলার প্রসেনজিৎ চাকমা ২৫ রানে চারটি, অভিজিৎ দাস ৫৩ রানে তিনটি এবং স্বরাব শাসানি ৪২ রানে ২টি উইকেট পেয়েছে। বিকাশ চাকমা পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শান্তিনিকেতন সংঘ ৪ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১৮ রান সংগ্রহ করতেই পরিত্রাতার ভূমিকায় চলে আসে বৃষ্টি। ঐকতানের এজাজ আহমেদ ও বিপিন কুমারের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে শান্তিনিকেতন পরাজয়ের প্রহর গুনছিল। অতঃপর বৃষ্টি চলে আসায় ম্যাচ থেমে যায়। দু'দল পয়েন্ট ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়। এজাজ তিন রানে তিনটি এবং বিপিন কুমার একটি উইকেট পেয়েছিল।

অমরপুরে ক্রিকেট : ইমনের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে বিবেকানন্দ ক্লাব জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। ইমন হুসেনর হাত ধরে মালবালা প্লে সেন্টারের বাধা টপকালো বিবেকানন্দ ক্লাব। জয় পেলো ৬ উইকেটে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মালবাসা প্লে সেন্টারের গড়া ১৫৩ রানের জবাবে বিবেকানন্দ ক্লাব ২১.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের ইমন হুসেন দলের হয়ে গোড়াপত্তন করতে নেমে ঝড়ো ৬৯ রান করেন। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মালবাসা প্লে সেন্টার ৪০.৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান করে। দলের পক্ষে অমর শক্তি জমাতিয়া ৬৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, কিশোর জমাতিয়া ৫০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং মহাবীর জমাতিয়া ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৭ রান। বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষে রতন জমাতিয়া (৩/২৫), দেবোত্তম ঘোষ (২/২৩), সুব্রত মালাকার (২/২৭) এবং গোপাল দাশগুপ্ত (২/৩৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বিবেকানন্দ ক্লাব ২১.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ইমন হুসেন ৫৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৯,দেবোত্তম ঘোষ ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং গৌতম দাস ২৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। মালবাসা প্লে সেন্টারের পক্ষে শ্রাবণ জমাতিয়া (২/৪৩) সফল বোলার।

মন্ডল স্পোর্টস সেল আয়োজিত ফুটবল টুর্ণামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৭ নং শক্তিকেন্দ্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। সেরা হলো ৭ নং শক্তি কেন্দ্র। ফাইনালে ৩-১ গোলে পরাজিত করলো ৮ নং শক্তি কেনদ্রকে। মন্ডল স্পোর্টস সেল-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্টে। মাঠে ময়দানে যত বেশি খেলাধুলার আয়োজন হবে, যুব সম্প্রদায় ততবেশি এতে অংশ নেবার সুযোগ পাবে। যুব সমাজকে সঠিক দিশায় চালিত করার লক্ষ্যে মাঠে ময়দানে বিভিন্ন ইভেন্টের খেলাধুলার আয়োজনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আর.কে.পুর মন্ডল সেল-এর উদ্যোগে সেখানকার শক্তিকেন্দ্র ভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিলো শনিবার থেকে। সুজিত কুমার লোধ স্মৃতি ফাইভ-এ সাইড নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে ১২টি শক্তি কেন্দ্র অংশ নিয়েছিলো। আসরের সেমিফাইনালে ৭ নং শক্তি কেন্দ্র ১-০ গোলে ৬ নং শক্তি কেন্দ্রকে এবং ৮ নং শক্তি কেন্দ্র ১-০ গোলে ৫ নং শক্তি কেন্দ্রকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র অর্জন করেছিলো। সোমবার রাতে হয় খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ। তাতে ৭ নং শক্তি কেন্দ্র ৩-১ গোলে পরাজিত করে ৮ নং শক্তি কেন্দ্রকে। নৈশালোকে কয়েক হাজার ফুটবলপ্রেমীদের উপস্থিতিতে কে বি আই মাঠে শুউরু থেকেই দুদলের ফুটবলাররা আক্রমাত্তক ফুটবল খেলতে থাকে। বল দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে প্রথম থেকেই। প্রথমার্ধেই রতন দে-র ওগলে এগিয়ে যায় ৭নং শক্তি কেন্দ্র। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি আরও বাড়ান ৭ নং শক্তি কেন্দ্রে ফুটবলাররা। বিজয়ী দলের পক্ষে রতন সাহা দুটি এবং হৃদয় চন্দ একটি গোল করেন। বিজীত দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন রিমন সাহা। খেলা পরিচালনা করেন নন্দ কিশোর জমাতিয়া। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে যুব সমাজের মধ্যে।

প্রীতম, মনোজের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে আরসিসি-র কাছে পর্যুদস্ত আজাদ হিন্দ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। দুরন্ত জয়। কার্যত আর সি সি-র গড়া পাহাড় সমান রানের নীচে চাপা পড়লো আজাদ হিন্দ ক্লাব। আর সি সি জয় পেলো বিশাল ২৯৪ রানে। অমরপুর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আর সি সি-র গড়া ৩৩৭ রানের জবাবে আজাদ হিন্দ ক্লাব মাত্র ৪৩ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের প্রীতম বর্মন ঝড়ো শতরান করহেন। এছাড়া মনোজ দাশগুপ্ত-র অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দলকে সহজ জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। সকালে টসে জয়লাভ করে আজাদ হিন্দ ক্লাবের অধিনায়ক প্রথমে আর সি সিকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। ব্যাট করতে নেমেই ২২ গজে রুদ্রমূর্তি ধারন করেন আর সি সি-র ব্যাটসম্যানরা। দল ৪১.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে বিশাল ৩৩৭ রান করে। দলকে পাহাড় সমান রানে নিয়ে যেতে মূখ্য ভূমিকা নেনে প্রীতম বর্মন। ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বিপক্ষের বোলারদের উপর চড়াও হয়েছেন প্রীতম। এবং অনবরত বল সীমানার বাইরে পাঠাতে থাকেন। প্রীতম ৫৩ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৮ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৪ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে মনোজ দাশগুপ্ত ৬৮ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০, রাহুল দাস ৩৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, আবীর কর্মকার ৪৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং দেবব্রত সাহা ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৫ রান। আজাদ হিন্দ ক্লাবের পক্ষে হৃদয় দাস (৩/৩৫), সাগর দাস (৩/৩৮) এবং শুভঙ্কর দাস (২/৭৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে আর সি সি-র রানের নীচে চাপা পড়ে আজাদ হিন্দ ক্লাবের ব্যাটসম্যান-রা। দল ১১ ওভার ব্যাট করে মাত্র ৪৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সত্যজিৎ নাগ ৯ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং প্রীতম দাস ৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দলের ৬ জন ব্যাটসম্যান কোনও রান না করে প্যাভেলিয়নে ফিরে যান। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। আর সি সি-র পক্ষে মনোজ দাশগুপ্ত (৩/৪) এবং পাপাই দাশ (৪/১৫) সফল বোলার।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করে এশিয়া কাপ হকি থেকে ছিটকে গেল ভারত

জাকার্তা ৩১ মে (হি. স.) : এশিয়া কাপে স্বপ্নভঙ্গ ভারতের। দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল ভারতীয় হকি দল। মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে সুপার ৪-র শেষ ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৪-৪ ড্র করে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে সুপার ৪-র শেষ ম্যাচে নেমেছিল ভারত।

এদিন দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিলম সঞ্জীপ প্রথম কোয়ার্টারে মাত্র আট মিনিটেই পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন। তবে পিছিয়ে গিয়ে কোরিয়া পর পর দুই গোল দিয়ে লিডে চলে যায়। ২০ মিনিটে মনিন্দর সিং ভারতের হয়ে সমতা ফেরান। পরের মিনিটেই শেশে গোদা ভারতকে এগিয়ে দেন। তবে ২৭ মিনিটে কিম জুঙ্ঘো কোরিয়ার হয়ে গোল করে স্কোর ৩-৩ করেন।

তৃতীয় কোয়ার্টারে মারেশ্বরণের সুবাদে ভারত চতুর্থ গোল করে ফের লিড নিয়ে নেয়। তবে জাঙ্গ মাঞ্জে গোলে কোরিয়া ওই কোয়ার্টারের শেষেই সমতায় ফেরে।

শেষ কোয়ার্টারে ভারত আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেও, কোরিয়ার জমাট রক্ষণ আর গোল করতে দেয়নি। ফলে ৪-৪ শেষ হয় এই রোমহর্ষক ম্যাচ। গোলপার্থক্য থাকার জেরেই ফাইনালে পৌঁছল দক্ষিণ কোরিয়া। মালেশিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবে দক্ষিণ কোরিয়া। অপরদিকে, তৃতীয় স্থান দখলের লড়াইয়ে জাপানের মুখোমুখি হবে ভারত।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

আইপিএলের মাঠকর্মী, পিচ প্রস্তুতকারীদের ধন্যবাদ জানালেন সৌরভ

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.) : ভাল ক্রিকেটের জন্য খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব অস্বীকার করার প্রশ্নই নেই। কিন্তু তাঁদের পারফরম্যান্সের পিছনে অবদান থেকে যায় মাঠকর্মী এবং পিচ প্রস্তুকারকদেরও। মাঠকর্মী এবং পিচ প্রস্তুতকারীদের নিরলস পরিশ্রমের কথা ভোলেননি বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। সুষ্ঠু আইপিএল আয়োজনের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন মহারাজ। মাঝের ২২ গজ বা আউট ফিল্ড ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২২ গজের চরিত্র ঠিক করে দেয়, দাপট দেখাবেন ব্যাটাররা না বোলাররা। তেমনই ব্যাটারের টাইমিংয়ের পাশাপাশিই আউট ফিল্ডের উপর অনেকটাই নির্ভর করে বল কত দ্রুত বাউন্ডারির বাইরে যাবে। তেমনই কতটা কঠিন বা সহজ হবে ফিল্ডিং করা। এই সবকিছুই নির্ভর করে মাঠকর্মীদের মুন্সিয়ানার উপর। রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সন্তানের মতো তাঁরা আগলে রাখেন, যত্ন করেন মাঠ এবং পিচের। কোনও প্রতিযোগিতা দীর্ঘ দিন চললে মাঠকর্মীদের ভূমিকা হয় আরও গুরুত্বপূর্ণ। টানা খেলার ধকল ২২ গজের পিচ বা পুরো মাঠ যাতে নিতে পারে, তা নিশ্চিত করেন মাঠকর্মীরাই। সুষ্ঠু ভাবে আইপিএল শেষ হওয়ার পিছনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মাঠকর্মীদের। মুম্বই, পুণে, কলকাতা এবং আমদাবাদের মাঠকর্মী, পিচ প্রস্তুতকারক এবং অন্য কর্মীরা টানা তিন মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে খেলার মঞ্চ প্রস্তুত করেছেন। মাঠগুলিকে খেলার উপযুক্ত রেখেছেন। সাফল্যের সঙ্গে সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় নেট মাধ্যমে তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন সৌরভ। প্রসঙ্গত, আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড মাঠকর্মী, পিচ প্রস্তুতকারীদের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সে কথা জানিয়েছেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। এবার বোর্ড সভাপতি জানালেন ধন্যবাদ।

অবসরে গেলেন ৬ ক্রীড়া শিক্ষক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। ছয় জন শারীর শিক্ষক অবসরে গেলেন। মঙ্গলবার ক্রীড়া দপ্তরের শারীর শিক্ষক তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে কর্মরত বাবুল পাল (জিমনাস্টিক্স), পশ্চিম জেলার কবিতা দাস (অ্যাথলেটিক্স) ও অমরদীপ দেববর্মা (ওয়েট লিফটিং), উদয়পুর গোমতী জেলার সবিতা দাস (অ্যাথলেটিক্স), সিপাহী জেলার আশীষ দেববর্মা (ফুটবল) এবং ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব দিব্যেন্দু দত্ত চাকুরী থেকে অবসরে গেলেন। কর্মজীবনের দীর্ঘ্য পথ পরিক্রমার অবসান ঘটল এদিন ৬ জনের। তাঁরা প্রত্যেকেই দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে বহু ছাত্র ছাত্রীদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আজ চাকুরী জীবনের শেষ দিনে নিজ নিজ কর্মস্থলে সহকর্মী তথা গুণমুগ্ধরা তাদের শ্রদ্ধা ও বিদায় সংবর্ধনা জানান। পাশাপশি সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। খেলোয়াড়ী জীবনে ৭০ ও ৮০ র দশকে দুর্দান্ত খেলোয়াড় ছিলেন তাঁরা এবং জাতীয় আসর থেকে অসংখ্য পদক কুড়িয়েছেন। নিষ্ঠা ও সততার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ্য বছর ক্রীড়াঙ্গনে সুনামের সাথে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রত্যেকেই।

বৃষ্টিতে শান্তিরবাজারের চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেট ম্যাচও পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। মুষলধারে বৃষ্টি। শান্তিরবাজার-এর ক্রিকেট ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে। খেলা ছিল সিনিয়র লীগ তথা চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জগন্নাথ পাড়া প্লে সেন্টার বনাম ছাঙ কাও থাঙ্গার ম্যাচ। অতিবর্ষণ আবহাওয়ার কবলে মুষলধারে বৃষ্টিতে জগন্নাথ পাড়া প্লে সেন্টার আর ছাঙ কাও থাঙ্গার ম্যাচ ভেস্তে গেছে বলা চলে। টস হয়েছিল। জগন্নাথ পাড়া প্লে সেন্টার টসে জয়ী হয়ে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ছাঙ কাও থাঙ্গা দলকে ব্যাটিংয়ের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু ম্যাচ আর হলো কোথায়? দুই ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ১০ রান সংগ্রহ করার মুহূর্তেই বৃষ্টিতে থেমে যায় ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত আর সুযোগ আসে নি খেলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। জগন্নাথ পাড়া প্লে সেন্টার ও ছাঙ কাও থাঙ্গা - দু'দলই ২-২ করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে।

ফরাসি ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন মেদভেদেভ

প্যারিস, ৩১ মে (হি. স.) : ফরাসি ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন দানিল মেদভেদেভ। ফরাসি ওপেনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে চিলিচের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে হেরে বিদায় নিতে হল রাশিয়ার টেনিস তারকাকে। বিশ্বের দু'নম্বর মেদভেদেভকে ২-৬, ৩-৬, ২-৬ ব্যবধানে উড়িয়ে দিলেন ক্রোয়েশিয়ার মারিন চিলিচ।

মেদভেদেভ এবং চিলিচের লড়াই শেষ হয়েছে মাত্র ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে! ২০১৪ সালে ইউএস ওপেন জিতেছিলেন চিলিচ। ২০১৭ সালে উইম্বলডন এবং ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠলেও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় অধরাই থেকে গিয়েছে তাঁর। এর আগে চিলিচের বিরুদ্ধে তিন বার খেলে তিন বারই জিতেছিলেন মেদভেদেভ। এই প্রথম বার তিনি হারলেন এবং ছিটকে গেলেন ফরাসি ওপেন থেকে।

সহজ জয়ের পর চিলিচ বলেছেন, "শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দারুণ ম্যাচ। দারুণ আবহাওয়া। রাতে খেলতে হলেও বেশ উপভোগ করেছি। আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ম্যাচ।" প্রি-কোয়ার্টারে এক রুশকে হারিয়ে এ বার কোয়ার্টার ফাইনালেও চিলিচের লড়াই এক রুশের বিরুদ্ধে। ফরাসি ওপেনের সপ্তম বাছাই আন্দ্রে রুবলেভের বিরুদ্ধে খেলবেন চিলিচ। সেই ম্যাচ জিতলেই চলে যাবেন সেমিফাইনালে।

Dated, Khowai, the 27/05/2022
SHORT NOTICE INVITING RE-TENDER

Sealed Re-Tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Tulashikhar R.D.Block area under Khowai Sub-Division producing available quantity of fish fingerlings in their owned/ Leased out water bodies for supply of Indian Major Carp mixed Fingerlings (Catla, Rohu, Mrigal, Silver carp & Comman Carp) etc. (Size 7 cm & above) in different VC areas under the Tulashikhar R.D.Block during the year 2022-23. The last date of Submission of the Re-tender is 09/06/2022 up to 4.00 PM. The eligible tenderer must be within the area of Tulashikhar R.D.Block. The interested Tenderer, may contact with the office of the undersigned on or before 08/06/2022 on any working days (from 11.00 am to 5.00 PM) for collection of tender form and detail terms and condition.

(SOMA MAJUMDER)
SUPERINTENDENT OF FISHER IERS
KHOWAI SUB-DIVISION

ICA-C-741-22

NOTICE INVITING E-TENDER

DNIT. No. F No. F.3(87)-DDH(G)/Beautification/JD/ 2021-22/159-160 Dated: 30/05/2022

The Dy. Director of Horticulture, Gomati District, Udaipur invites e-tender in single Bid system (Technical & Financial) for determining single rate of beautification works of Jagannath Dighi, Udaipur Gomati District during 2022-23 from the individual nursery man having valid licence issued by any State Government of India.

Name of the Item	Estimated cost/ Value	EMD & Tender fee	Completion period	Document download & Bid submission end Date & Time	Date of Opening bid
Beautification works of Jagannath Dighi, Udaipur during 2022-23.	Rs.30,56,150/-	EMD : Rs.30,562/- of the fund value (Rupees) Tender fee- Rs.1000/-	90 days	30.05.2022 at 11:00 AM & 14/06/2022 at 03:00 PM	15/06/2022 at 01:00 PM

Last date and time for BID submission — **14.06.2022 at 03:00 PM.**
Date & time for opening BID —**15.06.2022 at 1:00 P.M.**
Submission of Bids physically is not permitted.
Earnest Money Deposit (EMD) & Tender Fee (TF) is to the made as online mode only through Net Banking.
For details related to e-tender may be visited and obtained from website **https://tripuratenders.gov.in.**
Eligible Bidders shall apply in bidding, only in online mode, through website **https://tripuratenders.gov.in.**

(Md. Farukul Islam)
Deputy Director of Horticulture
Gomati District, Udaipur

ICA-C-746-22

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

গরীব কল্যাণ যোজনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি নিজস্ব।

বরিষ্ঠ নাগরিক, বিশেষভাবে সক্ষম ও সন্দেহভাজন কোভিড আক্রান্তরা পোস্টাল ব্যালটে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন : নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। বরিষ্ঠ নাগরিক (৮০ বছরের উর্ধ্বে), নির্বাচনী তালিকাভুক্ত বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিক ও সন্দেহভাজন কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের গত ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ-বিষয়ে কিছু বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে পোস্টাল ব্যালটের আবেদনপত্র নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার তারিখ থেকে নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারির পরবর্তী পাঁচদিনের মধ্যে পৌঁছতে হবে বলে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলে পোস্টল ব্যালট সরবরাহ ও সংগ্রহ করাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী (পিডব্লিউডি) নির্বাচকের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের (১২-ডি) সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বিকলাঙ্গ সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। সেক্টর অফিসারের তদারকিতে সংশ্লিষ্ট বিএলও আরও-এর নির্দেশ অনুসারে বরিষ্ঠ নাগরিক, প্রতিবন্ধী ও কোভিড-১৯ রোগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম-১২-ডি বন্টন করবেন এবং সংগ্রহ করবেন। তবে নির্বাচক নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি পোস্টাল ব্যালট ভিত্তিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন কিনা।

এজাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজি হলেই বিএলও ফর্ম ১২-ডি সংগ্রহ করবেন এবং বিজ্ঞপ্তি জারির পাঁচদিনের মধ্যেই আরও-এর কাছে জমা দেবেন। যে সমস্ত নির্বাচক পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা নেবেন তাঁরা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান করতে পারবেন না। রিটার্নিং অফিসার এরকম পোস্টাল ব্যালটের নির্বাচকদের এক তালিকার প্রতিলিপি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদেরকেও দেবেন।

নির্বাচন দপ্তর আরও জানিয়েছে যে, ফর্ম ১২-ডি-তে উল্লিখিত ঠিকানায় গিয়ে নির্বাচন আধিকারিকরা পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করবেন। নির্বাচন আধিকারিকগণ করে এবং কখন পোস্টাল ব্যালটের নির্বাচকদের বাড়ি পরিদর্শন করবেন তা এসএমএস কিংবা বিএলও-র মাধ্যমে আগাম জানানো হবে। প্রথমবারের পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাচককে উল্লিখিত ঠিকানায় না পাওয়া গেলে তাঁরা দ্বিতীয়বার আগাম তারিখ ও সময় জানিয়ে পরিদর্শন করবেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারও নির্বাচক অনুপস্থিত থাকলে দপ্তরের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আর কোনও প্রচেষ্টা করা হবে না।

পোস্টাল ব্যালট কবে বিলি এবং সংগ্রহ করা হবে তাও আগাম জানানো হবে নির্বাচকদের। নির্বাচন আধিকারিক পোস্টাল ব্যালট জারি করার আগে নির্বাচকের পরিচয়পত্র যাচাই করে নেবেন। নির্বাচন আধিকারিকগণ নির্বাচককে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং ফর্ম-১৩-এ-এর ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান সম্পন্ন হলে ফর্ম- ১৩-সি সম্বলিত খাম সংগ্রহ করবেন।ভোটদান প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হবে। সমস্ত নির্বাচন কেন্দ্রেই নির্বাচন আধিকারিকদের নির্বাচকের বাড়ি পরিদর্শন তথা পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট করা ভোটগ্রহণের তারিখের একদিন আগেই সম্পন্ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এআরও ফর্ম-১২-সি সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট তথা খাম সংগ্রহ করবেন এরকম নির্বাচকদের ক্ষেত্রে।

বিগত চার বছরে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী জনগণের সামনে তুলে ধরে উন্নয়নে নিরিখে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানাবেন প্রার্থীরা। ফলে, নির্বাচনী প্রচার ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বশীল নেতৃত্বের কাজ অনেকটাই বেড়ে গেছে বলে মনে করেছে রাজনৈতিক মহল।

এনএসইউআই-র ডেপুটেশন উচ্চশিক্ষা অধিকর্তাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। সরকারী ছুটির দিনে 'ল' এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়েছে এনএসইউআই। আজ রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা আধিকারিকের কাছে এনএসইউআই-র পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশন প্রদান করেছে। এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন এন এস ইউ আই প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায় ।মূলত আগামি ১০ জুন রাজ্যে 'ল' এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিনক্ষন ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ওইদিন সরকারি ছুটির দিন রয়েছে। এদিন মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র উৎসব। তাই এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিনক্ষন পরিবর্তন করার দাবিতেই এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে বলে জানান এনএসইউআই প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায়।

বিষপানে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পূর্ব চাঁদমারি এলাকায় বিষপানে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম শিবু দাস।

জানা গেছে, নিজ বাড়িতেই ওই যুবক বিষপান করেছেন। বিষয়টি তাঁর স্ত্রী দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাতে তার মৃত্যু হয়। কেন ওই যুবক বিষপান করেছে সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তার স্ত্রী জানান, স্বামী শিবু দাস সবসময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতো। নেশায় আসক্ত হয়ে বিষপান করেছে বলে তার স্ত্রী জানিয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিলোনীয়ায় ফলের বাগান ধ্বংস করল দুস্কৃতিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, আগরতলা, ৩১ মে।। প্রকাশ্য দিবালোকে সাত কৃষক পরিবারের কলা, আম, কাঁঠালের বাগান ধ্বংস করে দুষ্কৃতকারীরা। ঘটনা বিলোনীয়া থানার অন্তগত ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের পাইখলার নাথ পাড়ায়। জানাগেছে নাথ পাড়ায় মোট সাত পরিবারের প্রায় ২৫ জন মানুষ রয়েছে। প্রতিটি পরিবারের আয়ের একমাত্র অবলম্বন কৃষি নির্ভর। দীর্ঘ বছর ধরে পরিবারগুলি এখানেই রয়েছে। গরীব কৃষকশ্রমিক নিজেরাই নিজেদের দখলকৃত জায়গায় কেউ কলা বাগান, কেউ আম্রপল্লি কেউবা কাঁঠাল বাগান করে আর্থিক দূরবস্থা দূর করার চেষ্টা শুরু করছে। এর আগেও তারা তাদের জায়গায় বিভিন্ন ফলের এবং রাবারের গাছ লাগায় কিন্তু তিন মাস পূর্বে ও এন জি সি তাদের দখলকৃত জায়গায় গ্যাসের সন্ধানে নেমে তাদের বাগান কেটে ফেলে তখন সাত পরিবারের কেউই বাঁধা দেয় নি। তাদের আশা ছিল গ্যাস পেলে গোটা এলাকার সাথে তাদেরও আর্থিক লাভ হবে। কিন্তু ও এন জি সির অনুসন্ধানে কিছুই না পাওয়ায় তারা ফিরে যায়।

ওই জায়গায়টিতে আগের দখলকৃত সীমানা অনুযায়ী এলাকার সাত কৃষি শ্রমিক পরিবার পুনরায় তাদের ফলের বাগান তৈরীর কাজ শুরু করে গাছও প্রায় বড় হয়ে গেছে। গরীব পরিবার গুলির জমিতে কৃষি কাজ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। অভিযোগ গত রবিবার প্রকাশ্য দিবালোকে ফলের গাছগুলো দা দিয়ে কেটে মাটি থেকে উপড়ে ফেলে দেয় কিছু দুস্কৃতিকারী। এলাকার সাত পরিবারের শিশু বৃদ্ধ, মহিলা পুরুষ খবর পেয়ে একসাথে নিজেদের বাগানসলে আসে, তখন দুষ্কৃতকারীরা এলাকা ছেড়ে পালায় বলে জানান স্থানীয় মানুষ। তাদের বক্তব্য এলাকার একটা চক্র তাদের এই জমি দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, একটা অশুভ শক্তি তাদের দূর থেকে মদত যোগাচ্ছে বলে কৃষকদের অভিমত, বাধ্য হয়ে সাত কৃষক পরিবার আজ বিলোনিয়া থানাতে মামলা করতে এলে পরে তাদের মামলা গ্রহণ করেনি বিলোনিয়া থানা, বিলোনিয়া থানা থেকে তাদেরকে বলা হয় এইটা আদালতে মামলাধীন বিষয় তাই তাদেরকে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। জানা যায় আগামীকাল তারা আদালতের শরণাপন্ন হবেন বলে জানা যায়।

মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা গ্রেপ্তার ভাড়াটিয়া যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ মে।। বিশালগড় থানাধীন পূর্ব গকুলনগরের কুখ্যাত সমাজবিরোধী জয়ন্ত দাস পুলিশের জালে। জয়ন্ত এবং তার মা মিনু দাস গকুলনগরে এক ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। রবিবার সন্ধ্যা রাতে একাকিত্বের সুযোগে ভাড়া বাড়ির মালিকের স্ত্রী"র সম্ভ্রম হরণের চেষ্টা করে জয়ন্ত। তখন বাড়িতে কেউ ছিলেন না। মহিলার ঘরে ঢুকে ঝাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে সে। জোর করে মহিলার কাপড় ছিড়ে দেয়। মহিলার আর্তচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে যান। ইজ্জত রক্ষা হয় মহিলার। স্থানীয়রা জয়ন্তকে গণধোলাই দিয়ে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। রাতেই জয়ন্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জয়ন্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে বিশালগড় মহিলা থানা। মামলা নম্বর ০৬/২০২২। আইপিসি'র ৪৫৭,৩৭৬, ৫১১,৩৫৪,৩০৭,৫০৬,৩২৩,৩৪ ধারায় মামলা নিয়েছে পুলিশ। সোমবার অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত অভিযুক্ত জয়ন্তকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে রাখার আদেশ দেন। জানা যায় মিনু দাস এবং তার গুনধর পুত্র জয়ন্ত দাসের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ। মিনু দাস কৃষি দপ্তরে চাকুরি করেন। অসুস্থতার ভান করে অফিস ফাঁকি দেন অহরহ। সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক এমনকি পুলিশকেও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে এই মিনু দাস। ব্লেকমেইল করে টাকা কামানো মা পুত্রের দীর্ঘদিনের ধান্দা। রবিবার পুত্র জয়ন্তকে গ্রেপ্তার করতে গেলে মিনু দাস পুলিশ এবং কর্তব্যরত সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে মিনু দাসের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। মিনুকে গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। মা মিনুর আস্কারতেই পুত্র জয়ন্তের বাড়বাড়ন্ত বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সচেতনতামূলক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে আগরতলায় র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। ১৯৮৭ সাল থেকে প্রত্যেক বছর ৩১ মে দিনটি বিশ্ব তামাক দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সারা বিশ্বের সাথে রাজ্যেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

এদিন রাজধানীর বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে সকালে এক প্রভাত ফেরীর আয়োজন করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রেলিটি রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। রেলিতে ওই বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী সহ প্যারামেডিকেল সাইন্স এর ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

তামাকজাতীয় দ্রব্য সেবন করলে শরীরে নানান ব্যধী হতে পারে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরায় তামাক জাতীয় দ্রব্যের সেবন অনেকাংশে বেশি। তাই তামাক বর্জন করার আহ্বান নিয়ে রেলীর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান হাসপাতালের কর্মকর্তা।

পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু নাবালিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩১ মে।। পুকুরের জলে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে সলিল সমাধি যোলো বছরের এক নাবালিকার।মৃত নাবালিকার নাম জায়েদা বেগম(১৬)।ঘটনা উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের খেরেং জুড়ি এলাকার রিপাক স্টোন ক্রেশারে।জানা গেছে, মঙ্গলবার(৩১ মে) বিকেল আনুমানিক সোয়া তিনটে নাগাদ সানীয় এলাকার রিপাক স্টোন ক্রেশারের এক নাবালিকা শ্রমিককে না পেয়ে সাথের অনান্য শ্রমিকরা ক্রেশার মালিক নিজাম উদ্দিনকে খবর দেন।

তখন ক্রেশার মালিক ঘটনাস্থলে এসে পাশের একটি পুকুর পারে ঐ নাবালিকার উড়না দেখতে পান।তখন তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় প্রেমতলা দমকল অফিসে।দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পুকুরটিতে তন্নতন্ন করে খুঁজে প্রায় ত্রিশ মিনিটের মাথায় জলের নিচ থেকে নাবালিকা জায়েদা বেগমকে উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে আসে।তখন হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্দীপ দেব ঐ নাবালিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।জানা গেছে মৃত নাবালিকা সানীয় থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের খাদিমপাড়া এক নং ওয়ার্ডে আব্দুল রশিদের কন্যা।

এদিকে মৃত নাবালিকার মা নিজ মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন।মৃতার মা খোদেজা বিবি জানান, তার মেয়ে জায়েদা রিপাক ক্রেশারে পাথরের কাজ করতো।কয়েক দিন যাবৎ সে ঐ কাজে যোগ দিয়েছিল।তবে কিভাবে তার মেয়ে জলে পড়ে মারা গেলো তা তিনি জানেন না। অপরদিকে চিকিৎসক সন্দীপ দেব জানান, দমকল কর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে আসার পূর্বেই নাবালিকা মেয়েটি মারা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।সাথে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় ন্যাশনাল পিপলস পার্টির আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য রাজ্যের সাথে এবার ত্রিপুরায় সংগঠন বিস্তারে মনোযোগী হয়েছে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি(এনপিপি)। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ওই দলের ত্রিপুরায় আত্মপ্রকাশ হয়েছে। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইতিমধ্যে মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশে এনপিপি রাজনৈতিক কর্মসূচী চালাচ্ছে। মেঘালয়ে এনপিপি সরকার পরিচালিত হচ্ছে। জনজাতি ভিত্তিক এই দল এখন ত্রিপুরার দিকেও নজর দিয়েছে।

এদিন ত্রিপুরায় আত্মপ্রকাশ করে এনপিপি নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, আগামী দিনে জনগণের স্বার্থে দল কাজ করবে। ত্রিপুরার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সব ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করবেন নেতৃত্বরা। দলের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। তার জন্য ত্রিপুরাবাসীর সহযোগিতা চাইলেন নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত নেতাদের দাবি, আগামী দিনে পার্টি সাধারণ জনগণের হয়ে কাজ করবে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের উন্নয়ন করাই একমাত্র লক্ষ্য থাকবে। মানুষের সমস্যার সমাধান এবং সর্বোপরি সাধারন মানুষের সেবায় নিয়োজিত হবে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি।

সূর্যসেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল অবস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। টাউন প্রতাপগড় এলাকায় সূর্যসেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল অবস্থায়। স্কুলের বাউন্ডারি না থাকার ফলে এলাকার বেশ কিছু যানবাহন প্রতিনিয়ত ওই স্কুলের মধ্যে রাখা হয়। এতে করে স্কুলে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা খেলার জায়গা পায় না। আরো অভিযোগ বাউন্ডারি না থাকার ফলে প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই ওই স্কুলের মধ্যে নেশার আসর বসে।বিভিন্ন ধরনের নেশার সরঞ্জাম আশপাশে পাওয়া যায়।।। স্কুলের শিক্ষিকা জয়শ্রী সেন পাল জানান তিনিও এই বিষয়টি নিয়ে অবগত রয়েছেন যে স্কুলের মধ্যে প্রতিনিয়ত নেশার আসর বসে। ছাত্র-ছাত্রীদের মিড ডে মিল রান্না করা হয় লাকড়ির চুলায়। কিন্তু রয়েছে গ্যাসের ব্যবস্থা সেই গুলি ব্যবহার করছে না রান্না দায়িত্বে থাকা এক মহিলা। নেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা, প্রচন্ড গরমের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যানবাহন সহ বেশ কয়েকটি নির্মাণের মেশিন গুলি রাখা হয় ওই স্কুল এর মাঠে। ছাত্রছাত্রি দের শিক্ষা প্রদানের প্রথম ধাপেই যদি এমন অবহেলা করা হয় তবে তাদের ভবিষ্যত কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটাই প্রশ্ন।

উপনির্বাচন ঃ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে জরুরী বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। মঙ্গলবার আগরতলায় বিজেপি সদর কার্যালয় প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহার পৌরহিত্যে উপনির্বাচনকে সামনে রেখে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সহ সভাপতি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মন, টিংকু রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে প্রতিটি জেলা থেকে বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপি প্রদেশ কার্যালয় শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে আজকের এই বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলেই দাবি দলীয় নেতৃত্বের।

বৈঠককে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতাদের মধ্যে বেশ উতাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিজেপি প্রদেশ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। চারটি কেন্দ্রেই উপনির্বাচনে শাসক দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দলীয় প্রার্থীরা যাতে বিগত নির্বাচনের চেয়েও অধিক পরিমাণ ভোট নিয়ে নির্বাচিত হতে পারেন সে জন্য দলীয় নেতাদের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও বৈঠক থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন শাসক দলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলেও তারা উল্লেখ করেছেন। এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জয়-পরাজয়ের উপর পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যে বহুলাংশে নির্ভর করবে তাও আজকের বৈঠকের মধ্য দিয়ে দলীয় নেতারা অনুভব করেছেন। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দলীয় নেতাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং স্থানীয়ভাবে যেসব সমস্যার রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করে জনগণকে দলের অনুকূলে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সিধু মুসোয়াল খুন : ত্রিপুরায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও ভগবান্ত মানের কুশপুত্তুলিকা দাহ করল যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। পঞ্জাবের রাস্তায় নিজ গাড়িতেই আততায়ির গুলিতে খুন হয়েছেন কংগ্রেস নেতা তথা বিশিষ্ট গায়ক সিধু মুসোয়াল। এরই প্রতিবাদে ত্রিপুরায় প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। এদিন দুপুরে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবান্ত মানের কুশপুত্তুলিকা পুড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি রাখু দাসের অভিযোগ, পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০ জনের অধিক কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন। প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সিধুর উপর আততায়ীদের হুমকি থাকা সত্বেও পঞ্জাব সরকার তাঁর নিরাপত্তা রক্ষী প্রত্যাহার করেছিল। তাঁর দাবি, সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে সিধু মুসোয়ালকে খুন করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।